অশ্রু নয় রক্ত

রাগিব হোসেন চৌধুরী

অশ্রু নয় রক্ত

রাগিব হোসেন চৌধুরী

www.pathagar.com

অশ্রু নয় রক্ত

রাগিব হোসেন চৌধুরী

প্রকাশকাল ঃ
ফালগুন ১৪০০ সাল
রমজান ১৪১৪ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইংরেজী

প্রকাশক ঃ
রেবিনা হোসেন চৌধুরী
জাগৃতি প্রকাশনী
পাঠানটুলা, সিলেট।

স্বত্বঃ লেখক

প্রচ্ছদ ঃ শুভংকর দাস

কৃতজ্ঞতা ঃ নেহাল আহমদ, ইসহাক কাজল

মুদ্রণ ঃ
চৌধুরী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ
পশ্চিম সুবিদ বাজার, সিলেট। ফোন ঃ ৫০৩৩

মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

Asru Noy Rakta
A Novel written by
Ragib Hussain Chowdhury
Published by Rabena Hussain Chowdhury.

Price : Five Dollar.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এদেশে খ্রীষ্টবাদে ধর্মান্তকরণ কার্যক্রম
যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদের অগ্রসেনানী
মুনশী মেহেরুল্লাহ
তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী
আল ইসলাহ্, সম্পাদক মুহম্মদ নুরুল হক
ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী
যিনি একজন নিষ্ঠাবান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব
এবং কল্যাণব্রতের কবি আফজাল চৌধুরী

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয় (উপন্যাস)
কথকতা ঃ কবিতা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা (নাটক)
কমলের কণ্ঠ (জীবনী)
ফুরাতের তীরে বেয়ে (প্রবন্ধ)
স্বগত সংলাপ (কবিতা)
নিষিদ্ধ কবিতা
রোকেয়া ভাবী কেমন আছেন (কবিতা)
রাগিব হোসেন চৌধুরীর কলাম
প্রকাশনার পথে
কথকতা ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)
কে আছিস বিপ্লবী আয় (উপন্যাস)
ওদের চোখে স্বপ্নভাসে (শিশু কিশোর গদ্য)
জালালাবাদের শত বছরের মনীষা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

উপন্যাসে সাধারণতঃ লেখকের কথা তেমন থাকেনা। কিন্তু কিছু কিছু গ্রন্থের জন্যে কথা জমা হয়ে থাকে। বিশেষতঃ গ্রন্থের রচনা কাল ও বই হিসেবে প্রকাশ কালে যখন এক দশকের ব্যবধান হয়ে যায় তখন বেশ কিছু কথা বলতে হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। এ গ্রন্থের বেলায়ও তাই হচ্ছে। আমাকে বেশ কিছু কথা বলতে হচ্ছে সম্মানিত পাঠকদের সাথে গ্রন্থের কাহিনীর সুত্র স্থাপন করতে গিয়ে।

আমি আমার প্রথম উপন্যাস "মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়" লেখি ১৯৭৪ সালে যে দিন "বাকশাল" সরকার গোটা কয়েক পত্র-পত্রিকা রেখে বাদ বাকী সবগুলোর প্রকাশনা বাতিল ঘোষণা দিয়েছিল। ঐদিন রাতেই গ্রন্থটির প্রসবকাল। পরদিন সকাল বেলা শুনলাম সিলেট সাংবাদিকতার সিংহ পুরুষ যুগভেরী সম্পাদক আমিনুর রশীদ চৌধুরী "যুগভেরী" প্রকাশনা বাতিলের সংবাদে গর্জে উঠেছেন, ফাইল পত্র বোঝাই করে কাচারী পাড়াতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন, আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করছেন, আমি আমার চেতনার সাথে বিদ্রোহের সাথে আমার প্রথম সম্পাদকের চমৎকার মিল খোঁজে পেলাম। আমি আমার উপন্যাসের রাতের বেলায় রচিত বিদ্রোহ শব্দাবলী একত্রিত করলাম। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পান্ডুলিপিটি কাগজে পাঠালে ধারাবাহিক প্রকাশনা শুরু হলো। তারপর বই করার মতো একজন নয়া লেখকের যে সমস্যা সে সমস্যা নিয়েই সত্তর দশকের শেষ দিকে বইটি বাজারে আসলে বিপুল পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটি সম্পর্কে সে সময়ে কাগজ গুলোতে বহু আলোচনা সমালোচনা হয়। লেখকদের চায়ের টেবিলের আড্ডায় বইটির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা চলে। এখানে প্রাচীনতম বাংলা সংবাদ পত্র "যুগভেরী" জাতীয় দৈনিক "সংগ্রাম" সে সময়কার একমাত্র জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকা 'চিত্রালী'তে প্রখ্যাত লেখক শিক্ষাবিদ আ. ন. ম. বজলুর রশীদের মন্তব্য, প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা বাংলা একাডেমীর সে সময়কার সভাপতি মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতামত, আমার সম- সাময়িক অগণিত লেখকের মতামত হতে বন্ধু কবি সাংবাদিক মহিউদ্দীন শীরু সহ দু'একটি বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরছি। প্রথমেই প্রাচীনতম বাংলা সংবাদ পত্র যুগভেরীর মন্তব্য–

"মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়" গ্রন্থের বিপরীত উচ্চারণমালাকে অভিনন্দিত না করে উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে লেখক যে বৈপ্লবিক বিষয়কে উপজীব্য করেছেন তাতে তাঁর দৃষ্টি মৌলিকত্ব উজ্জ্বল রূপেই প্রতিফলিত। গণতন্ত্র উদ্ধার, বেঁচে থাকা ও বাক স্বাধীনতার স্বপক্ষে একদল তরুণ-তরুণীর সন্ত্রাসবাদী কল্পিত কাহিনী ও তাতে পর্যাপ্ত গতি সঞ্চার করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ কাহিনী তৎকালীন নিষ্ঠুর অমানবিক গুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী মুসলিম বাংলা তৎপরতা এবং সিরাজ সিকদার পরিচালিত সর্বহারা দলের সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার এক বর্ণাঢ্য প্রতিবেদন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাহিনীতে যা আছে অবস্থা প্রায় তাই দাঁড়িয়েছিল। লেখকের কৃতিত্ব এই যে, তিনি শাসকদলের অন্যায়চারিতাকে ভিলেনরূপে দাঁড় করিয়ে শ্রেণী শত্রু নিধনের বদলে সমাজ শত্রু নিধনের জিগির শাশ্বত বিপ্লব চেতনাকে সামনে তুলে ধরে আগামী দিনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে শিল্প সম্মত দিক নির্দেশনা দিতে চেয়েছেন। এ তাঁর দূরদৃষ্টি ও মহৎ বৈপ্লবিক চিন্তার অখণ্ড অনাগত ভবিষ্যৎ রূপ দর্শন। রাগিব হোসেন চৌধুরীর এই ক্ষমতা তাঁকে স্বপ্নদ্রষ্টার ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বে মুক্তি পাগল জনতার কাতারে রাগিবের মত প্রেমিক স্বাপ্নিক লেখক সৈনিকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বৈকি।

জাতীয় দৈনিক 'সংগ্রাম' তাঁর সাহিত্য বিভাগের পরপর দু' সপ্তাহের ধারাবাহিক আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন "গ্রন্থখানি একখানা স্বচ্ছ আয়নার মত মনে হয়। এ আয়নায় জাতীয় জীবনের এক নিখুঁত ছবি ধরা পড়েছে। আর এ ছবি ঠিক পাক বাহিনী বিতাড়িত হবার পরপরই করুণভাবে চিত্রিত।

এ গ্রন্থখানা সত্যের অগ্রপথিকদের কাছে এক আলোর পরশ বলে পরিচিত হতে পারে। যেখানে সকল প্রকার জঞ্জাল উড়ে গিয়ে বিজয়ীর ঝাণ্ডা উড্ডীন করার বলিষ্ট আহবান রয়েছে। এখানেই ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। "মা" উপন্যাস যেমন একটি সংগঠনকে বলিষ্ট নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি লেখকের এ গ্রন্থখানি এদেশের

www.pathagar.com

মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের ঘরে আলো জ্বালিয়ে সত্যের সন্ধান দিতে পারে।
সিনেমা সাপ্তাহিক চিত্রালীর বক্তব্য ঃ
বাক-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী স্বতঃসিদ্ধ। এ প্রয়োজনে আদর্শ যুবশক্তি এবং ডান, বাম ও মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন লেখক। তারই ফলশ্রুতি "মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়।" তুহিন ও ক্যাপটেন আকরাম সিদ্দিকী ও আরো অনেকে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এবং মুক্তির সংগ্রাম কখনো বৃথা যেতে পারেনা। লেখকের এই দৃঢ় প্রত্যয় সমগ্র গ্রন্থখানিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
এবার দেশের প্রধান ইতিহাসবেত্তা মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বক্তব্য "মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়" উপন্যাসের জন্যে লেখককে ধন্যবাদ। তার ভাষা সাবলীল এবং প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য। ভবিষ্যতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার দিকে অধিক দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। এ গ্রন্থ সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত বহন করে।
মহিউদ্দিন শীরু বলেন–
রাগিব হোসেন চৌধুরীর দীপ্ত তারুণ্যের উদ্ভিন্ন সৃষ্টি "মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়" স্বভাব সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি আর স্বকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে উপন্যাসকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন লেখক। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সময়ে, নৈতিক মূল্যবোধের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে গ্রন্থ প্রকাশ বিস্ময়কর; দুঃসাহসের কাজ। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার ৭৪-৭৫ এর শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির খন্ড চিত্র চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। তৎকালীন সময়ের বিশেষ করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের তৎপরতা নিন্দিত, যা লেখকের মূল বক্তব্য।
লেখকরা যুগ ও কালের সত্যিকারের প্রতিনিধি। বর্তমানেও সংবাদপত্রের কতটুকু স্বাধীনতা আছে, সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিল ঘোষণা না করে নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা (মার্শাল ল তুলে ৫ম সংশোধনী কার্যকর করার মতো) চলছে তা' তুলে ধরাও লেখকের নিকট সময়ের দাবী।
সত্তর দশকের সিলেট সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার ছাপা ঘরের মালিক 'আবির্ভাব' পত্রিকার সম্পাদক সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ আকসার বক্স এর মন্তব্য-সিলেট সাহিত্যাঙ্গনে তরুন প্রবন্ধকার হিসেবে বিশেষ পরিচিত রাগিব হোসেন চৌধুরী। তাঁর 'মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয়' উপন্যাসখানি পড়লাম অত্যন্ত আগ্রহ ভরে। উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের চিন্তাধারার একটি বলিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রথম পাতাটি চোখের সামনে তুলে ধরলেই পরবর্তী পাতায় চোখ বুলাবার ইচ্ছেকে আটকে রাখা যায়না। এ ছাড়া বিভিন্ন ঘটনা বহুল পরিবেশকে তিনি যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন তাতে অনেক সময় মনে হয় ঘটনার কেন্দ্র বিন্দু "তুহিন" চরিত্রে লেখক নিজেই বিরাজমান। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব ও সার্থকতা বিরাজ করছে।" ——— গ্রন্থটি সম্পর্কে মতামত লেখকের কথায় এজন্যেই তুলে ধরতে হচ্ছে যে একটি উপন্যাস থেকে আর একটি উপন্যাসের রচনা কাল প্রায় এক দশক এবং প্রকাশকাল প্রায় দেড় দশকের উপরে-অথচ একটির রচনা ও প্রকাশনার সাথে অন্যটির ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। তাই পুরাতন স্মৃতি মন্থন করতে হচ্ছে। মুক্তির ময়দানের প্রকাশনা উৎসবে শ্রোতা ছিল হল উপচেপড়া। প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। প্রকাশনা উৎসব শেষে ঘরোয়া আলাপে কবি আল মাহমুদ আমাকে বলেছিলেন– রাগিব, বৃহত্তর সিলেটে বহু আলেম উলামা, শায়েখ, মাশায়েখ, পীর আউলিয়ার জন্মভূমি, কর্মক্ষেত্র। যাদের বিপ্লবী অবদান রয়েছে সাড়ে সাতশত বৎসর পূর্ব হতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত। তাদের জীবনে সংগ্রাম আছে, সংসার আছে, প্রেম-প্রীতি ভালবাসা সহ বিশাল কর্ম তৎপরতা রয়েছে। জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মণীষীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আমাদের সাহিত্যে তেমন কোন কাজ হয়নি। আমাদের কোন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র করে কোন কাজ এখনও কেউ করতে পারেন নি। আমার মনে হয় তুমি এ কাজে হাত দিতে পার। আমি বিশাল প্রতিভার অধিকারী কবি ও কথা শিল্পীর সামনে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করছিলাম। তিনি সাহস যোগালেন কাজ করে দেখো সফলতা বড় না হলেও ক্ষতি কি ? কাজতো একটা হবে।
অনেকদিন তার পরামর্শ আমি হৃদয়ে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু কিভাবে একজন শায়েখ কিংবা পীরে কামেল কিংবা প্রখ্যাত আলেম ব্যক্তিত্বকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে

www.pathagar.com

কাহিনীতে সাজাবো তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কারণ ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করতে গেলে, শরা শরিয়তের গণ্ডি অতিক্রম করে কাহিনীতে কল্পনার ফানুসে যত্র তত্র রং ছিটানো সম্ভব নয়। তার উপর আমি মূলতঃ কথা সাহিত্যের কর্মী নই। আমি শুরু থেকেই প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে আসছি এবং সাহিত্যের একজন নগন্য মাঠকর্মী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটে আমার কাজ শুরু করি। আমার প্রথম উপন্যাস বের হবার পর নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আমি মূলতঃ জড়িয়ে পড়েছিলাম প্রথমে শিক্ষকতা, পরবর্তিতে প্রেস ব্যবসা, প্রকাশনা শিল্প, সাহিত্য সংগঠনের আন্দোলন ও সাংবাদিকতার সঙ্গে। আমি যখন দেশের প্রথম শ্রেণীর চারটি ম্যাগাজিন সাপ্তাহিকীর (বিচিত্রা, স্বচিত্রস্বদেশ, রোববার, সন্ধানী) অন্যতম সচিত্র স্বদেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভিন্ন থানা সদরে ৮০ দশকের শুরুতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন আমার নিত্যসঙ্গী হতো চিত্র সাংবাদিক স্নেহ ভাজন আবু তাহের। হরষপুর থেকে লংলা, ছাতক সীমান্ত, জাফলং থেকে শাল্লার সমস্যা নিয়ে বীথঙ্গল আখড়া হয়ে পাইলগাঁও এর বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর পরিত্যক্ত ভবন সমূহের কারু কাজ খচিত নকশার ছবি যখন আমি দেখেছি তাহেরের ক্যামেরায় তখন তা বন্দী হচ্ছিল-এমনি সময়ে সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের একটি প্রতিবেদনে আমি চমকে উঠলাম। শিরোনামে ছিলো "খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ঃ হীড, ধর্মান্তর কার্যক্রম রুখবে কে?" প্রতিবেদনটি ছিলো তথ্য বহুল। পাঠকদের মধ্যে তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া। আমি প্রতিবেদনটির শিরোনাম সামনে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক সময় আমার মুন্সী মেহের উল্লার কথা মনে হলো। এই মণীষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়নের সময়ইতো রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমার মনের কুন্ডলীকৃত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই কবি আল মাহমুদের সেই কথা তখন স্মরণ হলো। আমি কলম হাতে নিলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম, ওয়াজ নসীহত দ্বারা ধর্মান্তর কার্যক্রম রুখা যাবেনা ভুখা নাঙ্গার দেশে। তাই আমি একজন প্রধান শায়েখ চরিত্র বাছাই করলাম কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে। আমার এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা পাশের নায়ক নায়িকা চরিত্র, কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শুধু পত্রিকার প্রতিবেদনটির যে অংশ গ্রন্থের জন্যে তুলে ধরা প্রয়োজন তা নিয়ে এসেছি। এরজন্য প্রতিবেদকের ঋণ স্বীকার করছি।

উপন্যাস এখন আর শুধুমাত্র প্রেমের ঘেন ঘেনানি নয়। উপন্যাস এখন আর কল্প-কাহিনী নয়, উপন্যাস এখন রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের চিত্র। এখানে বেশ কিছু জাতীয় ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান মনীষা ও সংগঠনের নাম এবং ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে কাহিনী রচনা করতে হয়েছে। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল রাখার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধা দারিদ্র্যতা ও নিরক্ষরতার দেশের সাহিত্যের কর্মী হিসেবে আমি বরাবর তথাকথিত শিল্পমান নামক দুর্বোধ্যতার বিরোধী। আমি জানিনা আমার এ বিদ্রোহ ও বিরোধীতা কালের ধোপের মানদন্ডে কিভাবে বিচার করবেন সাহিত্যের আগামী দিনের আলোচকগণ। যদিও লেখকরা কোন ভৌগলিক সীমানাতে বন্দী নয় তবুও একজন লেখককে সবার আগে তার নিজস্ব এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এ গ্রন্থে আমি আমার বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল তথা জালালাবাদের পটভূমিতেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি। আমার প্রধান নায়ক থেকে শুরু করে পাশের নায়ক নায়িকার কর্মতৎপরতা বিন্যাসে সিলেট অঞ্চলের সামাজিক ভৌগলিক অবস্থান আমার চোখের সামনে ছিল। পাঠক পাঠিকাকে আমি কাহিনীর সাথে সাথে সিলেট অঞ্চলের ভৌগলিক বিবরণ ও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অবহিত করার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে সিলেটের বর্তমান যুব মানসের বিদেশমুখী প্রবণতা স্মরণ করে আমার পার্শ্ব নায়ককে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়ে তরল সোনার দেশ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় ফেলে দিনার ও দেরহামের পাশাপাশি চরম সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

অপরদিকে এ দেশের পরম শ্রদ্ধেয় আলেম, ওলামা, শায়েখ, মাশায়েকদের মধ্যে সিল্‌সিলার যে বেড়াজাল তা অতিক্রম করিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি সমগ্র হৃদয়ের একাগ্রতায়। গ্রন্থটির প্রথম রচনাকাল ১৯৮৪ সাল। তখন আমার আকাল প্রয়াত স্ত্রী কবি লায়লা রাগিব কাহিনী বিন্যাসের সময় এর বিয়োগান্ত সমাপ্তির বিরোধীতা করেছিল। আমার প্রথম উপন্যাসেও নায়ক নায়িকা শহীদ হয়েছে। এ গ্রন্থেও মূল নায়ক শহীদ হয়ে গেছেন পক্ষে সে বিজয়ী বীর বানাবার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছিল। আমি তাকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জহরের কবিতা শুনালাম–

"ইসলাম জিন্দাহ হোতা হায়
হর কারবালাকে বা'দ।"

www.pathagar.com

সে চুপ মেরে ধ্যানী কবির মত কি জানি ভাবল। তারপর বলল, তাহলে এর দ্বিতীয় খন্ড লিখ্‌তে হবে আনোয়ার ও জয়নবকে মূল নায়ক নায়িকা চরিত্রে এনে। অতঃপর পান্ডুলিপিটি পত্রিকাতে পাঠাবার আগে ষাটের দশকের শক্তিমান কবি আব্দুল ওয়াদুদ ও কবি নূর-ই সাত্তারকে পড়ে শুনালাম। তারা কাল বিলম্ব না করে গ্রন্থটি প্রকাশের তাগিদ দিলেন। ১৯৮৫ সালে পান্ডু-লিপিটি সোনার বাংলায় পাঠালাম। পাঠাবার কিছুদিন পরেই এরশাদ শাহী কাগজটি বন্ধ করে এর অফিস সীল করে। দীর্ঘদিন আন্দোলনের মুখে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয়। তখন আজকের বিখ্যাত 'অঙ্গিকার ডাইজেষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক আ. জ. ম ওবায়েদুল্লাহ শিশু কিশোর আন্দোলনের নেতৃত্বে বিরাট সফলতা অর্জন করে ঐ সময়ে সিলেট সফরে আসেন। এ সফরকালে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁর স্বভাব সূলভ হাসি মাখা মুখে বললেন আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে। আপনার একটি উপন্যাসের পান্ডু-লিপি পত্রিকার বহু কাগজ পত্রের স্তুপের নীচ হতে উদ্ধার করেছি আমি। যে গ্রন্থের আশা আমি ত্যাগ করেছিলাম (কারণ এর কোন খসড়া কপি আমার হাতে ছিলনা আমি একবারই এ গ্রন্থখানা লিখেছিলাম।)তা পাওয়া গেছে জেনে আমি তাকে মোবারকবাদ জানালাম। এভাবে ৮৫ সাল পার হয়ে ৮৬ সাল আসল। আমার পারিবারিক জীবনে আসল চরম বিপর্যয়। আমার স্ত্রী কবি লায়লার ইনতেকালে সিলেট তথা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির বিশ্বাসী অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এলো। এ সময়েই সোনার বাংলার কবি সোলায়মান আহসান আমাকে উৎসাহিত করার মাধ্যম হয়ত খুঁজছিল।

অবশেষে সে আমার সাহিত্য উৎসাহ ধরে রাখার মহৎ ইচ্ছে নিয়ে হয়ত গ্রন্থটি তড়িঘড়ি করে পত্রিকাতে ধারাবাহিক ছাপতে শুরু করল। এদের শ্রদ্ধা ভালবাসার কাছে দায়বদ্ধ থাকাটা আমার জন্যে প্রেরণা দায়ক। গ্রন্থটি যদিও একটানে মাত্র একবারই লেখা তবুও পত্রিকাতে ধারাবাহিক প্রকাশে দায়ীত্বশীল সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রবাসী সিলেটী পাঠকরা বইটির সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে প্রচুর প্রতিবাদ ও তরুণ পাঠকরা তাগাদাপত্র দিলেন পার্শ্ব নায়ক আনোয়ারকে সামনে এনে যেন বইটির ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

৮৪ সাল থেকে ৯৪ সাল একদশকে সমাজ বদল হয়েছে অনেক। পরিবেশও বদল হয়েছে। জনগণ ও আলেম সমাজের পক্ষ থেকে দাবী ও মিছিল শুরু হয়েছে খৃষ্টিয় মিশন সমূহের কর্মকাণ্ড বন্ধের। কিন্তু উপন্যাসের আদলে আমি কোন হাত দেইনি। যেমনটি ছিল পত্রিকাতে সেই কপিই প্রেসে দিয়েছি। লেখক শুভংকর দাস ও রকিব আল হাফিজ শুধু টুকটাক ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন এজন্যে তাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা। গ্রন্থের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে যেসব কবিতার লাইন সমূহ এসেছে এদের মধ্যে কবি ফরিদ আহমদ রেজা অন্যতম। আমি উপন্যাসের কাহিনী প্রকাশভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন সংযোজন করতে যাইনি। লায়লার স্মৃতি নিয়ে থাক এর প্রথম খন্ড। ২য় খন্ড বড় মাপের রচনা শৈলী নিয়ে লেখার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিন এজন্যে সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

এ গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে আমার সহোদর স্নেহভাজন মাহবুবের স্ত্রী বোন রেবিনা। লন্ডনের মতো বিশাল বিজাতীয় নগরীতে বড় হয়েও সে যে শ্রদ্ধা আমার প্রতি পোষণ করছে আমি প্রার্থনা করছি তাঁর ছেলে রিয়াজ ও বাবর হউক উপমহাদেশের স্বাধীনতার সিংহ পুরুষ-আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও তার ভাই মাওলানা শওকত আলীর মতো স্বাধীনচেতা ও দূরদর্শী।

রাবেয়া নিকেতন
পাঠানটুলা, সিলেট।

রাগিব হোসেন চৌধুরী
ফালগুন ১৪০০ সাল।

www.pathagar.com

।। এক ।।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক কাগজের কয়েকটি সংখ্যা নিয়ে হোটেল আলফালাহ্‌র ২০২ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করলাম। এ কক্ষের বাসিন্দা মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ সূফী শায়েখ মোহাম্মদ আমিন ইস্‌লাহী। শায়েখ আমিন ইস্‌লাহীর কক্ষের পালংক ভেঙ্গে এক কোণে রাখা, পশ্চিমের জানালার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল, বেশ সাজানো গোছানো। হোটেলের বাগান থেকে সদ্য তোলে আনা গোলাপ দিয়ে সাজানো ফুলদানী। এক পাশে শতাব্দীর ছোট ডাইরী। তার পাশে কাহান ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন টাইমস ও আরব নিউজের কয়েকটি পুরাতন কপি এবং আজকের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম। পাঁচতলার ২০২ নম্বর কক্ষের পশ্চিমের জানালা দিয়ে দরগায়ে হযরত শাহজালালের সুউচ্চ মিনার একত্ববাদের ঐতিহ্য ঘোষণা করছে-তা স্পষ্ট দেখা যায় এবং নীচের দিকে চোখ পড়লে সমস্ত জালালাবাদ শহরকে মনে হয় একটি পার্বত্য এলাকা। টিলার ফাঁকে ফাঁকে বিশ শতকের ডিজাইনে তৈরী বেশ কিছু ছোট বড় মাঝারী দালান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

২০২ নম্বর কক্ষের পূর্ব প্রান্তে পশ্চিম মুখী হয়ে শীতল পাটির উপর বসে আছেন শায়েখ আমিন ইস্‌লাহী এবং ত্রিভুজের মতো বসা কয়েকজন ভক্ত। ওদের সাথে কথা সংক্ষিপ্ত করে শায়েখ উঠে দাঁড়ালেন তখনই কাগজের কপিগুলো তাঁর হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, হুজুর, সাংবাদিক আবু জিহাদ পরিবেশিত এ প্রতিবেদনটি একটু পড়ে দেখুন। শায়েখ ইসলাহীর আজ বাড়ী যাবার কথা। তাই টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন একজন সাগরেদ। হুজুর আমার হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে বললেন-আমার এখন খুউবই তাড়া, এখনই বাড়ীরপথে রওয়ানা না হলে লঞ্চ মিছ হবে। কাগজগুলো নিয়ে গেলাম, পরে আলাপ হবে। কথা বলতে বলতে শায়েখ এসে সিঁড়ির সামনে দাঁড়ালেন। আমি প্রস্তাব দিলাম লিফটেই নীচে নামুন হুজুর। শায়েখ মৃদু হেসে সিঁড়ি দিয়েই নীচে নেমে একজন ভক্ত ব্যবসায়ীর পাঠানো সাদা টয়োটাতে উঠে কীনব্রীজ অতিক্রম করছিলেন। এ ব্রীজটি যেখানে তার ঠিক কয়েকশ' গজ পশ্চিমের পথ দিয়ে শেখঘাটে এসে জায়নামাজ থেকে

www.pathagar.com

নেমেছিলেন দরবেশ শাহজালাল ও তার সঙ্গী ৩৬০ জন সৈনিক আউলিয়া এবং তার মাইলখানেক পূর্বদিকে যেখানে শাহজালাল সেতু নির্মিত হচ্ছে এ পথ দিয়েই বিচার প্রার্থী হবার জন্যে সোনারগাঁও হয়ে দিল্লী গিয়েছিলেন মোমেন বোরহানউদ্দিন। আর আজ মধ্য পথ দিয়ে ইংরেজ বেনিয়াদের তৈরী কীনব্রীজ হয়ে শায়েখ আমিন বের হলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে শায়েখের গাড়ীটি শহর পেছনে রেখে সম্রাট শের শাহর তৈরী এশিয়ান হাইওয়ের দিকে দ্রুত গতিতে লালাবাজার, কুরুয়া, তাজপুর, গোয়ালাবাজার, বেগমপুর সাদিপুরের 'মরাগাঙ্গ' অতিক্রম করে শেরপুর এসে পৌছে। তিনি কুশিয়ারা জলযানে যে লঞ্চটির শেষ ঠিকানা আজমিরিগঞ্জ তাতে উঠে বসলেন। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে লঞ্চটি এসে তাঁর গ্রাম শিমুলতলীর ঘাটে নোঙর করলো। শায়েখ তাঁর সঙ্গী সাথী ভক্তদের নিয়ে খানকার পথে পায়ে হেঁটে চললেন।

খানকার বিশাল দারুল উলুম মাদ্রাসার চারতলা দালানটি দূরে বহু দূর থেকে পথিকের দৃষ্টি হরণ করে। ভ্রান্ত ঠিকানার যাত্রীরা দারুল উলুমের গর্বিত দালান দেখে ভয় পায়। এর আয়ের উৎস কোথায় খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পেরেশান হয়ে চোখ ফেরায় এবং কুশিয়ারার বিশ্বাসী পথিকেরা সহযাত্রীকে আঙ্গুল দিয়ে দারুল উলুম জামে মসজিদের মিনার দেখিয়ে বলে ঐ ওখানেই শিমুলতলীর হুজুরের খানকা। চল না হুজুরের দোয়া নিয়ে আসি।

অবাক লাগে সে সব দূরের অপরিচিত পথিকেরও বিস্ময়কর মনে হয় তাদের কাছে দারুল উলুম। এখানে এ অজপাড়াগাঁয়ে কিভাবে গড়ে উঠলো এতবড় প্রতিষ্ঠান। বৃদ্ধ পথিকের চোখে স্বপ্ন ভাসে দেওবন্দ, শাহারানপুর, মুরাদাবাদ, আলীগড়। তরুন পথিক অবাক হয়ে শুনে, এ প্রতিষ্ঠানের শত শত ছাত্রের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থাপনা মাদ্রাসার হাতে। এখানে ছাত্রাবাসে কোন ফি নেওয়া হয় না। ডজন ডজন শিক্ষকের বেতন কিভাবে আসে। বিশ শতকের এ ফ্যাশন সালের যুবক পথিকের অনুভূতি মূক হয়ে যায় যখন সে জানে এই শিমুলতলীর শায়েখের কোন বাড়ী নেই, সম্পদ নেই, মাদ্রাসার একটি কক্ষে তিনি সংসার জীবন যাপন করেন, ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সাথে তারাও খাওয়া পড়া করেন। শায়েখের দাদার আমলের সমুদয় জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে শিমুলতলীর মাদ্রাসায়ে দারুল উলুম।

www.pathagar.com

খানকায় প্রবেশ করেই শায়েখ আমিন ইসলাহী একান্ত কক্ষে চলে গেলেন। তাঁর বড় ছেলে হাফেজ মাওলানা আমান ইসলাহীর কাছ থেকে তিনি সংসারের কিছু খোঁজ খবর নিলেন। অতঃপর আছরের নামাজ আদায় করলেন মসজিদে এসে। নামাজ শেষে মসজিদের বারান্দায় বসলেন। চারদিকে এসে গোল হয়ে বসলেন দারুল উলুমের ছাত্র শিক্ষক ও মুসল্লীবৃন্দ। শায়েখ তার বেগটি নিয়ে আসার জন্যে একজন ছাত্রকে নির্দেশ দিলেন। বেগ আনা হলে তিনি পত্রিকাগুলো বের করে মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা সাদেক সোবহানীর হাতে দিয়ে বললেন ঃ আবু জিহাদ লিখিত প্রতিবেদনটি পড়ুন। সাদেক সোবহানী হুজুরের আরও একটু পাশে এসে সমবেত ছাত্র শিক্ষক ও মুসল্লীদের সামনে প্রতিবেদনটি পড়তে শুরু করলেন।

'খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ঃ হীড, ধর্মান্তর কার্যক্রম রুখবে কে ?'

সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশে ৯২টি বিদেশী সাহায্য সংস্থা কাজ করছে। বেসরকারী সূত্রে জানা যায় এর সংখ্যা প্রায় ১৫১টি। এরা নিয়মিত কাজ করছে, তথ্য খবর সংগ্রহ করছে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোথাও কোথাও এদের কর্ম তৎপরতা এত গভীরে পৌঁছে গেছে যে প্রশাসন তাদের কর্মতৎপরতা গোচরে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। হীডের কর্মতৎপরতা এবং কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় ক্ষুধা দারিদ্র্য রোগ-শোকে কাতর বাঙ্গালী জাতির জন্য তাদের দরদ এবং মায়া কান্নার শেষ নেই। আরামকে হারাম করে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে তারা ছুটে এসেছে আমাদের দেশে। কলকাতার কাসিম বাজার কুঠি যেমন বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্রের ঘাটি ছিল ঠিক তেমনি কমলগঞ্জে হীডের নীল কুঠিতে বাংলার মুসলমানদের ঈমান আকিদার উপর সুচতুরভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। আর আমাদের ক্ষুধা দারিদ্রের সুযোগে সে পরিকল্পনা তারা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে। কুখ্যাত নীল কুঠির সাথে পার্থক্য শুধু রণকৌশলে ও কর্মকৌশলের, ...এ দেশের দরিদ্র মানুষকে সেবার নামে তাদের ধর্মের উপর চলছে আঘাত। বড় বড় সাইন বোর্ডের আড়ালে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের অশুভ তৎপরতা। মানুষের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে লোভের ফাঁদে ফেলে।.....

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কর্মরত এমন একটি সংস্থার নাম হীড (HEAD) ১৯৭২ সালে সংস্থাটি এদেশে আসে এবং ১৯৭৬ সাল থেকে সিলেটের কমলগঞ্জে তারা তাদের কাজ শুরু করে। প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদেরকে রুরাল ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট নামে প্রচার করলেও ধীরে ধীরে তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ..... হীডের একটি প্রচার পত্রে হীড একটি খ্রীষ্টিয়ান উন্নয়নমূলক সংস্থা বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ..... F. V. W প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনা ট্রেনিং প্রদান করার জন্য ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে প্রায় বিশ জন মহিলাকে আনা হয়। ট্রেনিং এর নামে উক্ত মহিলাদেরকে দৈনিক বাইবেল পাঠ করানো হত। ..... বিভিন্ন ব্যাচে প্রায় একশত জন মহিলাকে ট্রেনিং এর নামে আনা হয়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ট্রেনিং নয়, ধর্মান্তর। ..... ট্রেনিং প্রদানকারী মেয়েদেরকে নিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু করা হয়।

হীডের প্রায় ১০/১২টি মোটর গাড়ী এবং ২৫/৩০টি মোটর সাইকেল আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কেনা এবং অধিকাংশই বিদেশী সাহায্য সংস্থার দান। গাড়ীগুলোকে যত্রতত্র চালানো হয়। রাস্তা থেকে লোকদেরকে ডেকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়াও তাদের একটি কর্ম কৌশল। তাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো। গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ সুবিধাও অনেক বাঙালীকে তাদের সাথে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে তোলে। লোভ মোহের মায়া ডোরে আবদ্ধ করে তারা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে ভোগ আর বিলাসের মধ্যে ফেলে হঠাৎ একদিন ঝরাফুলের মত পথে ঠেলে দেওয়ার হাজারো নজির রয়েছে।

এ পর্যন্ত পাঠ করে প্রতিবেদন থেকে মুখ তুলে তাকালেন সাদেক সোবহানী। শায়েখ ইসলাহী আর কিছু কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বের করতে করতে বললেন কুতুব খানা থেকে জালালাবাদের ম্যাপটি নিয়ে এসো। একজন ছাত্র ম্যাপটি খুলে হুজুরের সামনে ধরলো। তিনি প্রথমে জেলার সীমানা দেখালেন। উত্তরে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা ও কুমিল্লা জেলা, পূর্বে কাছাড়, পশ্চিমে মোমেনশাহী জেলা। তারপর প্রাচীন শ্রীহট্টের কথা তুললেন। তিনটি রাজ্য ছিলো, গৌড়, লাউড় ও জৈন্তা। গৌড়ে আদিবাসী দ্রাবিড়রা ছিলেন নির্যাতিত।

www.pathagar.com

আভিজাত্যে গর্বিত আর্যরা সীমাহীন অত্যাচার করেছে আদিবাসী দ্রাবিড়দের উপরে, তাই দরবেশ শাহজালালের ইনকিলাবী কাফেলা যখন গৌড়ে প্রবেশ করলো তখন নিপীড়িত দ্রাবিড়রাই তাঁকে প্রথম মোবারকবাদ জানালো, কানাই ঘাট, জৈন্তার দিকে কতিপয় আউলিয়া শান্তির বাণী নিয়ে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ বংশের রাজা শাসিত জগন্নাথপুর থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত বিশাল লাউড় রাজ্য যুদ্ধ ছাড়া চলে এলো শান্তির পতাকাতলে। তারপর আবার জেলার ম্যাপ-এ হাত বুলিয়ে হবিগঞ্জের লসকরপুরের কাছে এসে মাওলানা সোবহানীর দিকে চেয়ে বললেন এখানে মধ্যযুগের মহাকবি সৈয়দ সুলতানের জন্ম। তারপর ভানুগাছের কাছে আঙ্গুল রেখে বল্লেন আমাদের আদি কবি যার হাতে বাংলা গদ্যের প্রথম সূচনা তার আদি নিবাস এখানে, তিনি কবি শেখ চাঁন্দ। তারপর আবার মৌলভীবাজার থেকে হবিগঞ্জের লসকরপুরে তাঁর আঙ্গুল চলে এলো। বললেন এখানে সিপাহসালার নাসিরউদ্দিনের সাথে যুদ্ধ হয়েছে তরফের শেষ রাজা আচকনারায়ণের। এরপর শায়েখের আঙ্গুল কুতুবুল আলমের মাজারের কাছে এসে মিনিট কয়েকের জন্যে স্থির হলো, তিনি কোন কথা বললেন না, তার আঙ্গুল আবার রেল পথ ধরে সাটিয়াজুরি, সাতগাঁও হয়ে কমলগঞ্জে এসে থামলো। তিনি কথা বললেন, ঐ এখানে আস্তানা। উপড়ে ফেলতে হবে এদের এ আস্তানা। ঠিক তখনই দারুল উলুমের জামে মসজিদ থেকে বেলালী কণ্ঠে মাগরীবের আজান শোনা গেল। নামাজ শেষে ছাত্ররা ছাত্রাবাসে যার যার পড়াশুনায় মগ্ন হয়ে গেছে। শায়েখ আবার বসলেন মহাদ্দিস মাওলানা সোবহানীকে নিয়ে। কোন কথা নাই তসবিহ পড়ছেন চোখ বুজে। এক সময় তিনি জেহাদ জেহাদ, শাহাদাত শাহাদাত বলে উঠলেন। মাওলানা সোবহানীর মনে হচ্ছিল হুজুর স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে চিৎকার করছেন।

তারপর শায়েখ অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন। মাদ্রাসার একশত গজ লম্বা বারান্দায় পায়চারী শুরু করলেন। আবার মাওলানা সোবহানীর পাশে এসে কাগজ কলম চাইলেন এবং যথাস্থানে বসে পড়লেন। মাওলানা সোবহানীর দেয়া কাগজে লিখতে বসলেন। আমার কাছে মোজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ সুফী শায়েখ মোহাম্মদ আমিন ইসলাহী।

www.pathagar.com

স্নেহ ভাজনেষু,

আসসালামু আলাইকুম। আপনার দেয়া কাগজের প্রতিবেদন আমাকে আর নীরব থাকতে দিচ্ছে না। গাজী বোরহান উদ্দিন যেমনি নীরব থাকতে পারেননি তাঁর সন্তানকে হত্যা করার পর, বাংলার প্রথম মাসুম শহীদের কাটাহাত নিয়ে তিনি সম্রাট আলাউদ্দিনের দরবারে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন, আমি তেমনি সকল সম্রাটের মুখোমুখী হয়েছি হীড জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা নিয়ে। মোমেন বোরহান উদ্দিন তখন একা ছিলেন তাই তার জন্যে জেহাদ ফরজ ছিলো না। তিনি তবু তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নীরবে অত্যাচার সহ্য না করে তিনি অত্যাচারীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছেন। আমরা শাহজালালের এ জমিনে শতকরা ৯৮ জন বিশ্বাসী। আমাদের বিশ্বাস, ঈমান, আকিদার উপর যে সুপরিকল্পিত হামলা এসেছে তা প্রতিরোধ করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি কমলগঞ্জ ও জাফলং হয়ে জেলার পূর্বে নদী বরাকের তীর থেকে পশ্চিমের ধলেশ্বরীর তীর পর্যন্ত আমাদের জেহাদী তৎপরতা শুরু হবে। ভানুগাছ, শমসের নগর, রাণী, আদমপুর, মুন্সীবাজার, রাজনগর, রাধানগর ফুলবাড়ী, আসামপাড়া, বাল্লা, মনতলা, মাদনা, বিরাট, রুপা, উজান নগর, মধ্যনগর, দোয়ারাবাজার, পাগলা, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ইত্যাদি এলাকায় আমাদের মানুষের কাছে আমরা বিশ্বাসের দাওয়াতী পয়গাম পেশ করবো। কমলগঞ্জের বসবাসকারী বিশ হাজার মনিপুরী উপজাতি যারা বিশ্বযুদ্ধের সময় মনিপুর ত্যাগ করেছিল নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষা করার জন্য, তাদের স্বকীয়তা হেফাজতের দায়িত্ব আমাদের উপর-ই বর্তেছে। আমাদের সহজ সরল জনগণের বিশ্বাস ঐতিহ্যকে পশ্চিমা 'দেওলাদের' হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তাদের এসট্রেতে পুড়িয়ে ফেলা সিগারেট হতে দেয়া যায়না।

সে যাক,আমি সামনের সপ্তাহে সবকিছু গুছিয়ে আসছি। আপনি তৈরী থাকবেন। সাংবাদিক ভাই আবু জিহাদকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

খাকসার
আমিন ইসলাহী

www.pathagar.com

।। দুই ।।

সমস্ত জেলার ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এ প্রতিবেদনটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকদের আড্ডায় এ প্রসঙ্গে বিস্তর চিন্তাভাবনা হয়েছে। সাহিত্যিক মোস্তফা সৈয়দ বিষয়টা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এক সময় সাংবাদিক হামিদ মানিকের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, প্রতিরোধ করবে কে ?

মানিকের সংক্ষিপ্ত জবাব ঃ আমরা সাংবাদিকরা ব্যাপারটা জাতির সামনে তুলে ধরলাম-আমরা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছি, এবারের পালা আলেম সমাজ, সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শাসকগোষ্ঠীর।

সাংবাদিক আবু জিহাদ এরই মধ্যে বললেন, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি ঃ প্রতি সপ্তাহে শত শত কপি পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে পার্বত্য এলাকার জনপদে। গ্রামের হাট-বাজার থেকে সেই কৃষক ও শ্রমিক কাগজ কিনে নিচ্ছে যারা পড়তে জানে না, লিখতে জানেনা। মসজিদের ঈমাম, স্কুলের শিক্ষক অথবা নিজের স্কুল পড়ুয়া ছেলের হাতে কাগজ দিয়ে বলছে হীড সম্পর্কে কি লিখেছে পড়। শুনতে শুনতে সেই কৃষকই চিৎকার করে বলছে, জান দেবো তবুও আর ঈমান আকিদার বিনিময়ে ফসলের বীজ, পরনের কাপড় নাছারাদের কাছ থেকে আনবো না। পার্বত্য এলাকার কৃষক শ্রমিকরা যখন চিৎকার করে এ ঘোষণা দিচ্ছে ঠিক সে সময়ই সাতগাঁও এর এক তরুণ অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম এলাকার কতিপয় যুবককে হীডের কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ, ভয়াবহ ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

সাতগাঁও ইতিহাস খ্যাত স্থান। বিশ্ব বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এখানে এ মাটিতে দাঁড়িয়ে ইবনে বতুতা সন্ধান করছিলেন দরবেশ শাহজালালের সাথে সাক্ষাতের পথ কোনটি। অবশেষে কারও মতে সাতগাঁও থেকে কমলগঞ্জ হয়ে আজকের যে রেল সড়কটি সেই পথে জুড়ি, লাতু হয়ে তিনি আসামের জঙ্গলে হারিয়ে যান। দরবেশ শাহজালাল ইবনে বতুতার হারিয়ে যাবার সংবাদ পেলেন মুরাকাবা এর মাধ্যমে। আসামের জঙ্গল থেকে তার সাথীরা বতুতাকে নিয়ে এলো দরবারে শাহজালালে।

www.pathagar.com

অন্যরকম জনশ্রুতি রয়েছে সাতগাঁও থেকে ইবনে বতুতা সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হন। রঘুনন্দপর্বতের দুর্গমপথ অতিক্রম করে এক সময় তিনি হাফিয়ে উঠেন, তাই হাইল হাওরের সমতট তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। তিনি শ্রীমঙ্গল হয়ে শাহ মোস্তফার খানকায় এসে উঠেন। তারপর আরও ভাটির পথে তিনি সেকালের তরফ রাজ্যের শেষ সীমানা বিবিয়ানা নদী (যে নদী লাউড় ও তরফের সীমানা হিসেবে প্রবাহিত) সেই বিবিয়ানা অতিক্রম করলেন আধুনিক এনায়েতগঞ্জ নামক স্থান দিয়ে জগন্নাথপুরের রাজকন্যা শিবানীর নামে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিষ্টিত প্রচীনতম গঞ্জ শিবগঞ্জ হয়ে সৈয়দপুরে শায়েখ জালালের অন্যতম সঙ্গী সৈয়দ শামসুউদ্দিনের সাক্ষাৎ পেলেন এবং জানতে পারলেন শাহজালালের অন্যতম সাথী শাহ কালু পীর, হযরত শাহ কামাল প্রমুখ এসব জনপদে শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন, এখান থেকে তারা তাঁকে দরবারে শাহজালালে পৌঁছিয়েছেন।

ইবনে বতুতা যে পথ দিয়েই সিলেট আসুন না কেন তাঁকে সাতগাঁও হয়েই আসতে হয়েছিল। আজ এই সাতগাঁওয়ে বসেই অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, আর্যদের হাত থেকে অসহায় দ্রাবিড়দের রক্ষা করার জন্যে, অত্যাচারীদের থাবা থেকে মোমেনদের রক্ষা করার জন্যে, বাতিল জীবন বিধানকে উৎখাত করে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। এইখানে এই জালালাবাদে এসেছিলেন দরবেশ হযরত শাহজালাল মজরদে এমেনী (রঃ)। আজ তাঁর অনুসারী, উত্তরসূরী হিসাবে হীডের কার্যক্রম রুখে দাঁড়াতে চাই, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে নাছারী ইজমের বিরুদ্ধে। আনোয়ার ইব্রাহীম এলাকার ছাত্র যুবকদের এসবই বলছিলেন। এই ধর্মান্তর কার্যক্রম রুখতে না পারলে আমাদের অবস্থাও একদিন লেবাননের মতো হয়ে যাবে।

অন্যদিকে আবেদা জয়নব নাম্নী এক যুবতী হীডের কার্যক্রমে প্রবেশ করে এলাকার নারীদের ইজ্জত আবরু রক্ষার গোপন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আবেদা জয়নব হীড পরিচালিত কে. জি. স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সুন্দরী তরুণী। হীডের অনেক অপকর্মের নীরব সাক্ষী। সুলতানা রাজিয়ার মতো দুঃসাহসী আবেদা জয়নব আর্ত মানবতার সেবার নামে ঈমানের উপর সুকৌশল হামলা রুখে দাঁড়াতে বদ্ধ পরিকর। মহৎ কবি শীতালং

www.pathagar.com

শাহের মাটির মেয়ে আবেদা এই মহৎ দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। এদিকে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম একটি ঐতিহ্য রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান 'ইনকিলাব' নামকরণ করে কাজ শুরু করলেন তখন তাকে হীডের কর্মকাণ্ডের রাজধানীতে অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে চলে আসতে হলো এবং এক সময় তিনি বিপ্লবী বোন আবেদা জয়নবের মুখোমুখী হলেন।

আবেদাকে এ এলাকার সবাই বোন আবেদা বলে ডাকেন। তিনি স্থানীয় জামে মসজিদের ইমাম ও অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ মওলানা জামশেদ কামালীর বাড়ীতে থাকেন, তাঁর নিকট আত্মীয় তিনি। জামশেদ কামালীর শিশু পুত্র তাসনীম কামালী তার কাছে পড়াশুনা করে। জামশেদ কামালী হীডের অনেক খবরই জানেন, আবেদা জয়নবকে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান করে তোলেন। তিনি তাকে সেই মহাবাণী ঘন ঘন পাঠ করে শোনান ঃ

"বলো, আমার নামাজ, আমার রোজা, আমার কোরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আল আমীনের জন্যে।"

জামশেদ কামালী বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণও মাঝে মধ্যে করেন- "আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি যাকে আঁকড়িয়ে ধরলে কোনকালেই তোমরা পথ হারা হবেনা। তাহলো, আল্লাহর কিতাব ও রসুলের আদর্শ।"

জামশেদ কামালীর স্ত্রীপক্ষের আত্মীয় আনোয়ার ইব্রাহীম। জামশেদ কামালী নিজেকে শাহজালালের অন্যতম সাথী হযরত শাহ কামালের বংশধর বালে দাবী করেন এবং তার চরিত্র পারিবারিক ঐতিহ্য এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে। অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম আপাততঃ কামালীর বাড়ীতেই এসে উঠলেন। আবেদা জয়নবের সাথে এখানেই তার প্রথম আলাপ পরিচয়। আবেদার মতো কর্মতৎপর, গুণী, সুন্দরী মেয়ের সাথে এখানে এসে তার পরিচয় হবে আগে কল্পনাও করেননি। আবেদার মধ্যে সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের এমন সমন্বয় ঘটেছে যে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করবে যে কারও।

আনোয়ার ইব্রাহীম হীড সম্পর্কিত বহু গোপন তৎপরতার অশুভ সংবাদ সংগ্রহ করলো হীড কে-জি-র শিক্ষয়িত্রী আবেদা জয়নবের কাছ থেকে। তাই আবেদাকে আনোয়ার ইব্রাহীম তাঁর 'ইনকিলাবী ফ্রন্ট'-এর

www.pathagar.com

মহিলা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করলো।

অন্যদিকে আনোয়ার ইব্রাহীম আশেপাশের শিক্ষিত যুবকদের সাথে যোগাযোগ করে প্রাথমিকভাবে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিলো এবং হীডের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে এলাকাবাসীকে অবহিত করে তুলতে শুরু করলো। হীডের ধর্মান্তর কার্যক্রমের অন্তরালে তারা দরিদ্র জনগণকে যে ভাবে টাকা বিলাচ্ছে তাতে এলাকায় তাদের খুটি বেশ মজবুত। এ খুটি উপড়ে ফেলতে হলে বিশ্বাস ঐতিহ্যের পাশাপাশি পরিকল্পিত কর্মসূচী ও শক্ত হাতে হাল ধরাই প্রধান কাজ।

।। তিন ।।

শায়েখ আমীন ইসলাহী সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম গুছিয়ে এবং এবারের হজ্জে যাবার প্রোগ্রাম বাতিল করে এক সময় তাঁর সহকর্মী মাওলানা সাদেক সোবহানীকে মাদ্রাসার সমুদয় দায়িত্ব ও চাবি দিয়ে বললেন, আমার কর্মক্ষেত্র এখন থেকে কমলগঞ্জ। এটা আমার জীবনের কার্যক্রমের শেষ মঞ্জিল। তবুও একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো মাওলানা সোবহানী জানতে চাইলেন হুজুর কতদিন সেখানে অবস্থান করবেন ?

ঃ তা বলতে পারবো না।

ঃ অনুমান?

ঃ জানিনা হয়ত অনেক দিন, আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন বাতিল বিতাড়িত না হবে ততোদিন।

ঃ কিন্তু হুজুর আমি কি দারুল উলুমের বিশাল দায়িত্ব পালন করতে পারবো?

ঃ পারতেই হবে মাওলানা, পারতেই হবে, কথাগুলো বলতে বলতে শায়েখ আমীন ইসলাহী শপথ মাখা হাসি হাসলেন। তাঁর চোখ মুখে তখন সত্যের জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল। তিনি হাতের তসবীহ পকেটে রেখে মাওলানা সোবহানীর কাঁধে বন্ধুর মতো ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, এতদিন যেমনি চলছে তেমনি চলবে। মনে রেখ, আমাদের সব কাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমাদের সবকিছুর ফয়সালা আসমানে হয় জমিনে নয়। আমার সাথে সকল সময় তোমার যোগাযোগ থাকবে।

www.pathagar.com

ঘাবড়াবে না। হয়ত এমন সময় সমাগত হবে নাছারাদের অশুভ ধর্মান্তর কার্যক্রম বন্ধের জন্যে মাথায় কাফন নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মিছিলে মিছিলে জনতা হাঁটবে-মিছিল হয়ত এক সময় হোঁচট খেয়ে পড়বে। আবার মিছিল জোর কদমে এগিয়ে যাবে। আবার সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে উপড়ে ফেলতে চাইবে। কিন্তু ঈমানী শিখায় মিছিল হামযার সাহস নিয়ে অবশ্যই মন্‌জিল এ মকছদে পৌঁছবে। এই বলে শায়েখ ইসলাহী কমলগঞ্জের পথে কতিপয় একান্ত ভক্ত শিষ্য সাগরেদ নিয়ে বের হয়ে পড়লেন।

হীড এরিয়ার মাইল খানেক ভেতরে শায়েখ আমীন ইসলাহী তার তাবু খাটালেন। চারদিকে বেতার তরঙ্গের গতিতে সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। পীরে কামিল মোজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী শায়েখ মুহাম্মদ আমীন ইসলাহী এখানে এসে তাবু ফেলেছেন। তাঁর কামিলিয়াত সম্পর্কে জালালাবাদের বহু লোকের মুখে মুখে অনেক ঘটনা আছে। অনেকে এসবের প্রত্যক্ষদর্শী। দলে দলে আশেপাশের গ্রাম ভেঙ্গে মানুষ আসছে। হিন্দু, মুসলমান, মনিপুরী সবাই আসছে, চা-বাগানের শ্রমিক আসছে। লোকেরা মুসাফা করছে। অবশেষে আশেপাশে জটলা পাকিয়ে হুজুরের জীবনের ভিন্ন ঘটনা বলাবলি করছে।

জকিগঞ্জের এক যুবক এখানে চা বাগানের এক দায়িত্বশীল কর্তা। তিনি বললেন ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। শায়েখ ইসলাহী জকিগঞ্জ জামে মসজিদে একদল তাবলিগ জামাত নিয়ে উঠেছেন। এশার নামাজ শেষে তারা যখন যিকির আজকারে মগ্ন তখনই পাশের পাক সৈনিকদের শিবিরে আচমকা হামলা করলো মুক্তি যোদ্ধারা।

কিছুক্ষণ গোলাগুলি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চলে গেল।

এরপরই পাক সৈনিকরা মসজিদ ঘেরাও করে হামলা চালালো। তাদের বিশ্বাস মুক্তি যোদ্ধারা মসজিদে ঢুকে পড়েছে। বুটের আঘাত আর গুলির শব্দে আল্লাহর ঘর গম গম করছে। ইটে ইটে শব্দ হচ্ছে। লাঠি হাতে মাওলানা ইসলাহী মসজিদ ত্যাগ করে বারান্দায় নেমে চিৎকার করে বললেন গুলি বন্ধ কর, এটা আল্লাহর ঘর মসজিদ।

আল্লাহ তোমাদের অন্যায় অত্যাচার বরদাশত করবেন না। তখনও গুলি চলছে।

মাওলানা ইসলাহীর শেরওয়ানী ও পাগড়ীতে মোট ১৫টা গুলির দাগ

www.pathagar.com

পাওয়া গেল।

কিন্তু খোদার কি অশেষ রহমত তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতি নিক্ষিপ্ত কোন গুলিই শায়েখের শরীর স্পর্শ না করে শেরওয়ানীতে আঘাত করে আপনাতেই মসজিদের বারান্দায় পড়ে আছে। এই কাহিনী শুনে ভানুগাছের আবদুল কাদির মিয়া আরও এক কাহিনী তুললেন। তার বড় ভাই হাসান হুজুরের দারুল উলুমের ছাত্র। হুজুর 'দাওরা' জামাতে হাদিস পড়াচ্ছিলেন। সময় তখন জোহরের ওয়াক্ত হয় হয়। ঠিক এ সময়ই হুজুর হঠাৎ পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে বললেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার এখন সুনামগঞ্জ রওয়ানা হতে হবে। আজকে সেখানকার জলসায় আমার সভাপতি হিসাবে থাকার কথা ছিল।

তারপর অবাক কাণ্ড কি ঘটল জান! পরদিন মাদ্রাসার যে সব ছাত্র সুনামগঞ্জের জলসা থেকে ফিরে আসলো তারা বললো শায়েখ আমিন ইসলাহী নাকি সুনামগঞ্জে জোহরের নামাজের ইমামতি করেছেন। অথচ সুনামগঞ্জ হ'তে শিমুলতলীর দূরত্ব ৫০ মাইল পায়ে চলার পথ। এভাবে ঘটনার পর ঘটনা কাহিনীর পর কাহিনী বলতে বলতে এক সময় জনতা ঘরে ফিরে গেল।

শায়েখ আমিন ইসলাহী কমলগঞ্জে এসে তাঁবু খাটিয়েছেন এ সংবাদটি আনোয়ার ইব্রাহীম যথা সময়েই পেয়েছিল কিন্তু ভীড়ের জন্য প্রথম দিন ইচ্ছে করেই মোলাকাত করতে আসেননি। তাই পরদিন কতিপয় যুবক নিয়ে হুজুরের খিদমতে আসলো। কাঁঠাল বাগানের অনতিদূরে ঘাস ভর্তি একটি মাঠ যেন সবুজের গালিছা বিছানো। এখানেই তাবু ফেলেছেন শায়েখ।

এখানে এসে তিনি কোন ভক্তের বাড়ীতে উঠবেন না তা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই যে বছর সৌদী আরবে রাজতন্ত্র বিরোধী মুসলিম বিদ্রোহীরা পবিত্র কাবা অবরোধ করে সেই বছরই হজ্জ থেকে ফেরার পথে এক প্যালেস্টাইনী ভক্ত মুক্তিযোদ্ধা 'আলফাতাহ' সদস্য, তাঁকে এ তাঁবুটি উপহার দিয়েছিল।

আনোয়ার ইব্রাহীম হুজুরের তাঁবুর কাছাকাছি এসে থামকে দাঁড়ালো, তাঁবুর প্রতি তার নজর পড়লো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার একটি সরু এলাকা যেখানে ফিলিস্তিনিরা বসবাস করে এবং দক্ষিণ লেবানন, ইসরাইল সীমান্ত থেকে

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইনী ঘাঁটি।

তার চোখে ভেসে উঠলো সেই পথটি যে পথটি পশ্চিম বৈরুত থেকে জেরুজালেম চলে গেছে। সেই পথে পথে অনেক রক্ত। ফিলিস্তীন, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও বাংলাদেশের অনেক মুসলিম যুবকের রক্ত।

আনোয়ার ইব্রাহীমের কাছে শায়েখ ইসলাহীর তাঁবুটি খুবই চেনা। এ জাতীয় তাঁবু সে দেখেছে গাজা উপত্যকায়। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত নাম জানা, না জানা কত যুবক যারা একদিন ভাগ্যের অন্বেষায় তরল সোনার দেশ মধ্য প্রাচ্যে পাড়ি জমায় তাদেরই একজন ছিলো সে। গত বৎসরে দেশের সর্ব উচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে পাশ করা দুর মফস্বল কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম ও তাঁর কয়েকজন সাহসী সাথী। ফিলিস্তিন মুক্তির ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের স্বপ্ন ছিলো প্রথম কেবলার স্বাধীনতা, সার্বভৌম প্যালেষ্টাইন, হানাদার ইহুদীরা যেদিন বৈরুত প্রবেশ করে তার আগের দিন আনোয়ার ইব্রাহীম দামেস্ক গিয়েছিল বিশেষ কাজে।

তাই সে বেঁচে গেল। ফিলিস্তিন গেরিলারা যে দিন থেকে বৈরুত ত্যাগ করে পৃথিবীর ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলো সেও সেদিন দেশের পথে পাড়ি জমাবার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু তার সাথের অনেক সাথীই শাহাদৎ বরণ করেছেন বৈরুতের যুদ্ধে। ফিলিস্তিন মুক্তি যুদ্ধে আজও ইহুদীদের বন্দী শিবিরে গুমরে গুমরে কাতরাচ্ছেন অনেক বাংলাদেশী যুবক।

জল্লাদ বেগিনের হায়েনারা যেদিন শাতিলা শাবরা ও বুরজ আল বার নিজাহ উদ্বাস্তু শিবিরে ঠান্ডা মাথায় রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে তার তিনদিন পর আনোয়ার ইব্রাহীম এসে সাতগাঁও পৌঁছে।

এলাকার মানুষেরা জানতো আনোয়ার ইব্রাহীম লেবাননে ছিলো, তাই বহু লোক আসছে লেবাননের কথা, ফিলিস্তীনীদের কথা, মসজিদুল আকসার কথা, সভ্য সমাজে বর্বরতার নির্মম ঘটনার কথা জানতে এসেছে। আনোয়ার ইব্রাহীম সংক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ কাহিনী বললেন। ফুলছড়া কালিঘাট, রশিদপুরের যে সব যুবক লেবাননে ছিলো তাদের কথা বললেন, অতঃপর দামেস্ক থেকে মিশর আসার পথে সাবরা ও শাতিলার যে বর্বর কাহিনী শুনেছিলেন তাও বললেন। হত্যা কাণ্ডের তাণ্ডবলীলা

www.pathagar.com

শুরু হয় শুক্রবার সকালে। শনিবার সকাল পর্যন্ত তার ভয়াবহ হিংস্রতা অব্যাহত থাকে। শনিবার সকালে শরণার্থী শিবির গুলো মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়।

নারী-পুরুষ যুবক বৃদ্ধ শিশু কেউ রেহাই পায়নি। যেখানে যাকে ইহুদীরা পেয়েছে সেখনেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।

সাংবাদিকরা শিবিরের বাহিরে ভিতরে যেখানে সেখানে অজস্র লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেছেন। কোথাও কোথাও লাশের স্তুপ। একটির উপর আর একটি পড়ে থাকা এমনি স্তুপীকৃত লাশ পড়েছিল বহু। কেউ কেউ নিহত হয়েছে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় বা বাড়ীর পথে। আবার অনেককে ধরে নিয়ে দেয়ালের সাথে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে খুন করা হয়েছে। হাসপাতালে ঢুকে মুমূর্ষ রোগীদেরও হত্যা করা হয়েছে।

।। চার ।।

শাতিলা শিবিরের কাছে আক্কা হাসপাতালের চারজন ডাক্তার সাদা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তারা আশা করেছিল এতে হাসপাতালের মধ্যে গোলাগুলি বন্ধ হবে। কিন্তু ঘৃণ্য পৈশাচিকতা তাতেও হার মানেনি। সাদা পতাকাবাহী শান্তি প্রত্যাশীরা জবাব পেল হাত বোমার নির্মম আঘাতের মাধ্যমে। ফলে ডাক্তাররা শান্তির প্রত্যাশা বুকে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল..... আরও একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, তিনি বুলডোজারে যে লাশের স্তুপ তুলে নিয়ে যেতে দেখেছেন তা অগণিত অসংখ্য এবং সেবার হজ্জের সময়ে পবিত্র আরাফাতের মাঠে পি-এল-ও নেতা আমাদের রাষ্ট্র প্রধানকে জানিয়েছেন নিহতদের সংখ্যা সাত হাজারেরও উপরে হবে।

এসব কথা এখানে বলার কথা নয়।

বলছিলাম তাঁবুটির কথা।

আর তা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে শাবরা শাতিলার কথা আসলো। তাঁবুটি এজন্যেই তাঁর চেনা চেনা মনে হয়েছিল। বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এ দুঃসাহসী যুবক অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম। এক সময় যখন মফস্বল কলেজের অধ্যাপনায় সংসার চালানো যাচ্ছিল না তখনই

www.pathagar.com

একদিন বিদেশে রুজি রোজগারের আশায় ঢাকা থেকে করাচী হয়ে সড়ক পথে পেশোয়ারে পৌঁছল। সীমান্তে সে দেখেছে জিন্দাদীল আফগান মুজাহিদ যারা তাদের মাতৃভূমি থেকে সমাজতন্ত্রের বরকন্দাজ তাড়াতে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই যুদ্ধের ময়দান ডানে রেখে 'সামনান', তেহরান হয়ে কুমে পৌঁছল। এই সেই কুম আল্লামা আয়াত উল্লাহ খোমেনীর নগরী।

বিশ শতকের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস এ নগরী। আনোয়ার ইব্রাহীম যদিও জীবিকার সন্ধানে দেশ ত্যাগ করেছে কিন্তু তার বিপ্লবী মন কুম এ এসে ধন্য মনে হলো, যদিও কুম এখনো বিদেশীদের জন্যে নিরাপদ নয়। কিন্তু মোমেনদের জন্যে ভয়েরও নয়-তাই সে কুম এ দুদিন যাত্রা বিরতি করে কেরমান শাহ সীমান্ত দিয়ে বাগদাদ উঠলো। সমস্ত সীমান্ত জুড়ে সে দেখেছে ভাতৃযুদ্ধের অশুভ তৎপরতা। সাদ্দাম হুসেনের কাণ্ডজ্ঞানহীন হামলার ফসল ও বিপ্লবী ইরানের অতি বিপ্লবী কথাবার্তা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। কারবালার পথ ধরে বিপ্লবী ইমাম হুসেনের স্মৃতিতে উজ্জীবিত হয়ে দামেস্ক হয়ে বৈরুত প্রবেশ করেছিল, এইভাবে এইসব পথ দিয়ে ইরান ইরাক যুদ্ধের আগে উপমহাদেশের অনেক মানুষই চাকুরীর সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকার ভিন্ন দেশে গিয়েছে। কিন্তু আনোয়ার ইব্রাহীম যখন এ পথ দিয়ে লেবানন যান তখন পথটি ছিল কত ভয়াবহ তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারছেন। অনেক চড়াই উৎরাই শেষে লেবানন ফ্রন্ট-এ পিএলও'তে চাকুরী নিয়েছিল সে। তার পরের ঘটনাসমূহ ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে তাই আসুন প্রিয় পাঠক আমরা আবার কমলগঞ্জে তাঁবুর আশেপাশে চলে যাই। তাঁবুটির কোয়ালিটি গঠন প্রণালী আনোয়ার ইব্রাহীমের কাছে অতি পরিচিত মনে হচ্ছিল। তাই সে শায়েখ আমিন ইসলাহীর তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে অতীত দিনের স্মৃতি মন্থন করছিল। তার চোখে স্বপ্নের মত ভেসে উঠলো। ফিলিস্তিনী সিংহ শাবক শিশুর মুখ যারা মেশিন গানের পাশে ভূমিষ্ট হয়ে শিশুকাল শেষ হতে না হতেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। গাজা উপত্যকা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর, হাইফা বন্দরের কত কথা তার মনে হচ্ছে। জর্দান থেকে যে রাস্তাটি জেরুজালেম গিয়েছে সেখান থেকে তার চোখ আবার ফিরে আসলো যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে মাতৃভূমিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এ সীমান্তের জনপদে সবুজ গালিচার মতো ঘাস আর ঘাস-ফুল। অদূরে

www.pathagar.com

কাঁঠাল বাগান, তারপর যতদূর চোখ যায়, ডানে শুধু চা বাগান বামে হীডের অশুভ তৎপরতা এবং তাঁবুতে বসে আছেন এক জিন্দাদীল প্রবীণ মুজাহিদ শায়েখ আমিন ইসলাহী যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের বছর দেওবন্দ থেকে শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে মাওলানা পাগড়ী যাকে পড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার অগ্নি পুরুষ মাওলানা মোহাম্মদ আলীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু যিনি ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের শিষ্য, যিনি মদিনায় এক নাগাড়ে এক যুগ শিক্ষকতা করেছেন। যাকে হেজাজে গ্রেফতার করে মিশর হয়ে মাল্টায় পাঠানো হয়েছিল সেই বিপ্লবী শায়েখ দেওবন্দের অভিভাবক শায়কুল হাদীস হযরত মাওলানা হোসেন আহম্মদ মদনী। মাথায় পাগড়ী নিয়ে যুবক মাওলানা আমিন ইসলাহী যখন বাড়ী ফিরেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। যুবক মাওলানা স্বাধীনতার আশায় আমাদের জাতীয় কবি বিদ্রোহী নজরুলের মতো ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। অবশেষে সেখান থেকে তিনি পল্টন বদলী করে বসরায় চলে যান যুদ্ধের ময়দানে। এক সময় যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে মক্কা-মদিনা জেয়ারত করেন। সে সময় তাঁর জগদ্বিখ্যাত বহু মনিষীর সাথে পরিচয় হয়।

।। পাঁচ ।।

মিশরের বিপ্লবী আন্দোলন মুসলিম ব্রাদার হুডের নেতা উস্তাদ শহীদ হাসান আল বান্নার মতো বিপ্লবী মহা পুরুষের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে।

যে মহাকবি ইকবালের কবিতা তাঁকে বিপ্লবী করে তুলেছিল। দেশে ফেরার পথে তিনি মহাকবি ইকবালের দর্শন লাভ করেন। মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাঁকে বলেছিলেন পাঠান কোর্ট-এ এক প্রতিভাবান যুবক আছে। নাম আবুল আলা। 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকার সম্পাদক। উচ্চ চিন্তাধারার রচনা শৈলী, গতিশীল প্রকাশ ভঙ্গি। একদিন তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বকে দেবে নাড়া, সে খাজায়ে খাজেগান কোতব উদ্দীন মওদুদী চিশতী (রহঃ)-র বংশধর। দিল্লীর এডভোকেট সাইয়্যেদ আহমদ হাসান মুওদুদীর ছেলে। আল্লামা ইকবাল যুবক-আবুল আলা

www.pathagar.com

মওদুদীর প্রবন্ধ পড়ে এতই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন "একমাত্র এই মওদুদীই বিভ্রান্ত ভারতীয় মুসলমানদের একটা সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। তাই তিনি মাওলানা আমিন ইসলাহীকে বলেছিলেন, পাঠান কোর্ট যাও, তাঁর সাথে মোলাকাত করে যাও ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিত্ব জেয়ারত করে যাও। আমিন ইসলাহী তাই করেছিলেন, পাঠান কোর্ট হয়ে তিনি দেশে ফিরছিলেন। কলকাতা এসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের খোঁজে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের অফিসে গিয়ে জানলেন কাজী নজরুল এতদিন কলকাতা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। আজ তাকে বহরমপুর জেলে বদলী করা হয়েছে অতএব, বিদ্রোহী কবির সাথে সাক্ষাৎ-এর আশা ত্যাগ করে সোজা চলে এসেছিলেন আসাম এক্সপ্রেসে জালালাবাদে।

তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন। কারাগারে বন্দী জীবন কাটালেন অনেক দিন। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতকে দু'ভাগ করে স্বাধীনতা দিয়ে অনেক অঘটন ও অপরিকল্পিত মানচিত্র প্রদান করে ভারত ত্যাগ করলো। মাওলানা ইসলাহী এবার শিক্ষাকেই জীবনের কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং নিজ গ্রাম "শিমুলতলীতে গড়ে তুললেন এক ঐতিহাসিক ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম।"

আজ তিনি ওপারের যাত্রী কিন্তু কাজ শেষ হচ্ছে না, জনগণ ও জনগণের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, হক রক্ষার ডাকে তাঁকে ময়দানে আসতে হচ্ছে প্রত্যেকবারই। আজও তাকে আসতে হলো, হীডের মতো অগণিত প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে-মানুষের ঈমান আকিদা রক্ষার শপথ নিয়ে কমলগঞ্জে ছুটে আসতে হলো।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আনোয়ার ইব্রাহীম শায়েখে ইসলাহীর সাথে মোসাফা করে তাঁর পরিচয় ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। তখন একগাল সাদা ধবধবে দাড়ি, নূরের আভায় ঠিকরে পড়া উজ্জল চেহারা মোবারক, সফেদ পাঞ্জাবী পড়া শায়েখ ইসলাহীর চেহারা আরও উজ্জল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন তুমি আমি একই পথের যাত্রী। আমাদের কাজ মুসলমানদের ঈমান আকিদার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে তা ছিন্ন ভিন্ন করা।

www.pathagar.com

লাভ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তবে তুমি কর্মপদ্ধতির যে রূপরেখা পেশ করলে সে কর্মপদ্ধতিকে নিয়মতান্ত্রিক করে নিতে হবে, সন্ত্রাসবাদ শান্তির পথ নয়। টেররিষ্ট হয়ে হীডের হীন কাজ বন্ধ করা যাবে না। বরং ক্ষতি হবে জানমালের, বদনাম হবে মুসলমানদের। তার চেয়ে আস আমরা আমাদের জনগণের মধ্যে কাজ করি। হীড যে সব সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে আমার জনতাকে বিভ্রান্ত করেছে আমরা আমাদের দরিদ্র দেশবাসীর সে সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। এ দেশের মানুষ বড় সরল, তাদের বিশ্বাস ছিল মজবুত কিন্তু দারিদ্রতা তাদের দুর্বল করে ফেলেছে। তাদের সবল করতে হলে সমস্যার সমাধান চাই।

ঃ তা করতে গেলে তো হুজুর টাকা পয়সার প্রশ্ন এসে যায়, টাকা আসবে কোথা হতে। এদেশে ধনী লোকদের হাতে টাকা আছে। কিন্তু তারা আরও ধনী হবার স্বপ্নে বিভোর। জাতির প্রতি যে তাদের কোন দায়িত্ব আছে তারা যে এদেশের মানুষের শ্রমের ফলে সম্পদশালী হয়েছেন অথবা অনেকে এদেশের মানুষের হক মেরে বড় লোক হয়েছেন এটা বেমালুম হজম করে বসেছেন। এদেশে সব কিছুই আছে হুজুর, শুধু মানুষের অভাব। তাই আমাদের এক তরুণ কবি তাঁর এক কবিতায় মানুষ প্রার্থনা করেছেন-

" আদম ঈভের প্রভু শোন-শোন অন্বেষার বাণী
আদম ঈভের প্রভু শোন প্রার্থনার গান;
সোনাদানা বালাখানা সুন্দরীর বিদ্যুৎ চমক
পৃথিবীর জঠর থেকে তুলে নাও, দাও মাটির মানুষ
মানুষের জন্মদানে দূর হোক পৃথিবীর অপয়া লানত।"

কবিতার কয়েকটি লাইন শুনে শায়েখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– মানুষের অভাব এটা ঠিক কিন্তু মানুষ আছে এই যে তোমরা এবং ঐ সুকবিরা ওরাই আদম ইভের বিশ শতকের প্রতিনিধি। এসো আমরা কাজ শুরু করি। কাজ করতে পারলে খোদার মদদ আসবে। টাকার জন্যে কোনদিন খোদার দ্বীনের কাজ আটকে থাকে না। কাজ শুরু কর। এলাকার মুসলিম যুবকদের সংগঠিত কর এবং মনিপুরী যুবকদের তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ করে দাও। আমাদের কর্মসূচী তাদের সামনে তুলে ধর। সকল মানুষের ঘরে ঘরে বিশ্ব নবীর শেষ বাণী আবার

www.pathagar.com

পৌঁছিয়ে দাও।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আনোয়ার ইব্রাহীম শায়েখ আমিন ইসলাহীর পয়গাম নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। শায়েখ আমিন ইসলাহী কয়েকটি চিঠি একজন শিষ্যের হাতে দিয়ে বললেন একটি জালালাবাদের বিখ্যাত সওদাগর আমীর আব্দুল্লার, একটি বিশিষ্ট চা-কর আবু তালিব চৌধুরীর। একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ফারুক ফারাবীর এবং একটি করে জামে মসজিদ ও দরগা শরীফ মসজিদের ইমামের নামেও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালকের নামে। বাকী চিঠিগুলো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এর কাছে ও কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকদের নামে। চিঠিগুলোতে মাওলানা শায়েখ আমিন ইসলাহী পত্রিকার প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সচ্ছল, সচেতন, বাংলাদেশীদেরে ঈমানী দায়িত্ব পালনের আহবান করেছেন। তার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। হুজুর কাজ শুরু করে দিলেন আনোয়ার ইব্রাহিমকে চীফ করে। কাজ কয়েক ভাগে ভাগ করে দেয়া হলো। শিক্ষাখাত, প্রচার খাত ও কৃষিখাতকেই প্রধান্য দেয়া হলো। কর্মসূচী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে চললো।

তারপর বেশ কিছু দিন পরের কথা। একদিন তাঁবুতে শায়েখ ইসলাহী ও আনোয়ার ইব্রাহীম জরুরী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় আফিয়া শাহরিন নামের একজন কর্মী এসে পর্দার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিচয় পেশ করলো। হুজুর তার বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিলেন।

ঃ শায়েখ হুজুর, রানীরগাঁও-এর আয়মনা বিবি, নিভাকর ও আদমপুরের আহমদ আলী সম্প্রতি ফাদার আনতারের কাছে গিয়ে নাছারা ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। ওদেরে এর জন্যে মোটা এনাম প্রদান করা হয়েছে, তাদের নাছারা ধর্মে দীক্ষিত হতে লোভ দেখিয়েছে এলগিন জর্জ আর্থার। এর ফলে ভানুগাছ বাজারে কয়েকজন যুবক এলগিনকে কিছু মারধর করছে এবং জর্জ আর্থারকে মুন্সী বাজারে কতিপয় ছেলে আটক রেখেছে। ফাদার আনতারকে সেদিন শমসের নগরে পেয়ে ঘেরাও করে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে।

সংবাদ সংগ্রাহীকার পুরো বক্তব্য শুনে শায়েখ হুজুর আফিয়া

www.pathagar.com

শাহরিনকে বললেন, তুমি এবার কাজে চলে যেতে পার মা। তারপর অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমের প্রতি চেয়ে বললেনঃ আদমপুরের আহমদ আলী, রানীরগাও এর আয়মনা বিবি ও নিভাকরের ধর্মান্তর হবার কারণ সংগ্রহের জন্যে মা আবেদা জয়নবকে নির্দেশ দাও। এলগিন আর্থারের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার দায়িত্ব তোমার এবং জর্জ আর্থারকে ছেড়ে দেবার কথা জানিয়ে দাও, ফাদার আনতারের সাথে আমাদের যে সব যুবক বে-আদবী করেছে ওদেরে বলবে তারা যেন তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসে। শায়েখ হুজুরের শেষ নির্দেশ শুনে আনোয়ার ইব্রাহীম অবাক হলো, জানতে চাইলো ফাদারের কাছে আবার ক্ষমা চাওয়া কেন ?

ঃ শায়েখ শান্ত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন প্রত্যেক মসজিদ, মন্দির, গীর্জার ইমাম সম্মানিত ব্যক্তি।

ঃ কিন্তু ফাদারের আলখেল্লার বোতামের ভেতর যদি শয়তান সক্রিয়ভাবে তৎপর থাকে তাহলে ?

ঃ তাহলে তিনি ফাদার হবার উপযুক্ত নন এবং ফাদার আনতারের ব্যাপারে খোঁজ নেবার দায়িত্ব ভাই আরিফ সালেহকে দাও।

।। ছয় ।।

আবেদা জয়নব যথাসময়ে তার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেছেন, রানীগাঁও এর বিধবা আয়মনা বিবি ও নিভাকরকে বৎসর খানেক যাবত হীড সাহায্য সহযোগিতা করে আসছিল। সম্প্রতি নাছারা ধর্ম গ্রহণ করায় তাদের এককালীন মোটা অংকের টাকা প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে এবং তাদের স্বামীদের রেখে যাওয়া বন্ধকী জমি তারা ইতিমধ্যে জোতদারদের উপযুক্ত টাকা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং মিঃ এলগিন বলেছে তাদের নাবালক ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার যাবতীয় খরচ হীড বহন করবে।

আদমপুরের আহমদ আলীকে 'একহাল বলদ' কিনে দেয়া হয়েছে, জমিতে 'হালি' করার জন্যে দুই মণ বীজধান এবং খোরাকী বাবদ 'তিনকাঠা' ধান বরাদ্দ করা হয়েছে। তাকে আরও আশ্বাস দিয়েছে তার বেকার যুবকছেলে তছির আলীকে চা বাগানে চাকুরী যোগাড় করে দেবে। এ পর্যন্ত রিপোর্টটি পড়ে শায়েখ ইসলাহীর চেহারা মোবারকের দিকে

www.pathagar.com

তাকালো আনোয়ার ইব্রাহীম। প্রবীণ শায়েখ হুজুরের চোখে মুখে চিন্তার রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় তার মাতৃভূমিতে বোমা ফেলার সংবাদ শুনে বসরার ময়দানে যেমনি তরুণ সৈনিক আমিন ইসলাহী অস্থির হয়ে পড়েছিলেন-আজ অনেক অনেকদিন পর তিনি তেমনি অস্থির হয়ে তাবু থেকে বের হয়ে সবুজ জমিনে পায়চারী করতে লাগলেন শায়েখ হযরত মওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আমিন ইসলাহী। তার পেছনে পেছনে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম। এক সময় তিনি পেছনে ফিরে আনোয়ার ইব্রাহীমের মুখোমুখী হয়ে বললেন সেই তরুণ কবির কবিতা আবৃত্তি কর শুনি –

"হত্যাকর ভুলে যাও নিষিদ্ধ ঠিকানাগুলো সাজানো নরক
হতাশার বেদীমুলে হিসাব নিকাশ হীন আরতির গান
ঠাকুরের ভূঁড়ি বাড়ে জন্ম দেয় অগণিত খাহেশী দেবতা
ডাক দেয় জীবনের উপগলি হৃদয়ের জানালা কপাটে
বারবার আসে যায় আর্তস্বরে ডাকে যেন বাঁশরী দুয়েল
কবিকুল পূর্ণবার নিহত হবেনা যদি একবার দেখাও পৌরুষ
এই দেশ এই মাটি অঘ্রাণে পরশে এনে পেয়েছি প্রত্যয়
এখানে ঘুমায় আজো অজস্র শার্দুল নিয়ে ঈশা খাঁর মন
নাওয়ের বাদাম তুলে ভাটিয়ালী সুর বুকে তীতুমির যায়
খরায় প্লাবনে নাচে সুরমা গোমতী তীরে সরস হৃদয়
লাউয়ের গাছের মূলে সার দেয় গৃহবধু গোবর ছড়িয়ে
সাকিনা আমার বোন এজিদের দুশমনী এখনো সতেজ।
নকল ঠিকানাগুলো পুঁতে ফেল বনানীর হিসেবী কবরে
হোসেনী মাতম থেকে জন্ম নিবে বুকে এক খোমেনী সাহস।"

আনোয়ার ইব্রাহীম আবৃত্তি শেষ করলে শায়েখ হুজুর বললেন ঃ কবিতা এখনো প্রেরণা দিতে পারে, সাহস যোগাতে পারে, পথ দেখাতে পারে। আপনমনে উচ্চারণ করলেন খো-মে-নী সাহস। হাঁ-খোমেনী সাহসেরই প্রয়োজন। তারপর আনোয়ার ইব্রাহীমের কাঁধে হাত রেখে বললেন বাপু হীড আমাদের ঈমান আকিদার উপর খুউব বড় জাল ফেলেছে। লর্ড ক্লাইভের জালের মতো। এ জাল সময় থাকতে ছিন্ন করতে না পারলে, সিরাজ, মোহনলাল, আলেয়া, গোলাম হোসেনের মতো শুধু

www.pathagar.com

জীবন-ই বিলিয়ে দিতে হবে এবং অবশেষে মীর কাসেমরা শেষ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারবে না। অতএব সময় থাকতেই এ নিষিদ্ধ ঠিকানাগুলো এ জামিন থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।

আনোয়ার ইব্রাহীম, শায়েখ হুজুরের তেজদীপ্ত কথাগুলোর জবাবে মাথা উঁচু করে সমর্থন দিয়ে বললো ঈশাখার মন নিয়ে নাওয়ে বাদাম তুলে এখানে এদেশের যে অজস্র তীতুমির বেখেয়ালে শুধু ভাটিয়ালীতে বিভোর আমরা অবশ্যই তাদের জাগিয়ে তুলবো। শায়েখ আমিন ইসলাহী বললেন ঃ তাহলে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা তৈরী করো। তারপর নেতৃত্বশীল আঙ্গুল কাঠাল বাগানের পশ্চিমের ময়দানের দিকে ধাবিত করে হুজুর বললেন, ঐখানে ঐ ময়দানে মাদ্রাসা করবো। আমরা তীতুমির, মজনুশাহ, ঈশাখাঁ, শরীয়তউল্লাহর দিশারীরা, আমাদের সন্তানদের পাশ্চাত্যের গোলামে পরিণত হতে দিতে পারি না।

মাদ্রাসার প্রস্তাবের জবাবে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম আমতা আমতা করে বললেন ঃ আমি মনে করি হুজুর আমাদের দ্বিমুখী শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো অতীব প্রয়োজন। বৃটিশ বেনিয়াদের তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা উচিত। লর্ড মেকেলের কথাতো আপনি জানেন হুজুর-লর্ড মেকেল ভারত বাসির জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরী করে লন্ডন ফিরে রানীর দরবারে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে "ভারতবাসীর জন্যে এমন শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁরা আমাদের আদর্শ গোলামে পরিণত হবে।" আমরা এখোন সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি। এ পদ্ধতির শিকল ভেঙ্গে ফেলতে হবে। দ্বিমুখী শিক্ষা পদ্ধতিকে একমুখী করে নিতে হবে। আনোয়ার ইব্রাহীমের কথাগুলো শুনে হুজুর অনেকক্ষণ যেন কি ভাবলেন। তারপর বললেন, তুমি আগামী কাল আসো আমি তোমার প্রস্তাব নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবো আজ রাত। আর আগামীকাল আসার সময় দুটো চিঠি তৈরী করে নিয়ে আসবে। এর একটি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব হাবীব সাত্তীর নামে, অপরটি বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হারকাইনের নামে। দ্বিতীয় চিঠিটির ভাষা হবে রাবেতার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তাদের কাছে সংক্ষিপ্ত ভাবে সমস্যা ইমান, আকিদার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা উল্লেখ করে এখানে আমাদের কার্যক্রম ও আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

লিখবে।

।। সাত ।।

পরদিন সোবহে সাদেকের সময় শায়েখ আমিন ইসলাহী জায়নামাজে বসে আছেন। সামনে কোরআন খোলা। সকালের নির্মল বাতাসে তাঁর সফেদ দাড়িগুলো নড়ছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে এক সময় দমকা বাতাসে তার ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি দেখতে পেলেন অতি ধীর পায়ে তাবুর দিকে এগিয়ে আসছেন অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম। তিনি তার দিকে চেয়ে ভাবছেন এ রকম কাজের ছেলে কবে বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নেবে। এর মতো ঈমানদার মোজাহিদ কবে বাংলার জনপদে পদে কাজ করে যাবে।

আনোয়ার ইব্রাহীম শায়েখ হুজুরকে সালাম দিয়ে তাবুতে প্রবেশ করলেন। হুজুর সালামের জবাব দিয়ে বললেন বসো। তারপর বললেন, হ্যাঁ তোমার পরিকল্পনা মতোই কাজ হবে। এমন শিক্ষা পদ্ধতি প্রনয়ন করবো এই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষত হবে তাদের আমরা সুযোগ্য উচ্চ শিক্ষিত করে তুলবো। আদর্শ মুসলমান-মোমেন হবার পাশাপাশি এ শিক্ষিত সম্প্রদায় জামে মসজিদের ইমাম হতে পারবে-পাশাপাশি তারই সচিব ও জজ হবার মতো ক্ষমতা রাখবে। তাদের মধ্য থেকেই বের হয়ে আসবে শিক্ষক, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, আইন জীবি, ডিসি, এস, পি, পুরোহিত, ইমাম, আলেম, রাজনৈতিক নেতা এবং এরাই আবার ধর্মীয় নেতা। তারপর কাঠাল বাগানের পশ্চিমের ময়দানের দিকে আবার ইঙ্গিত করে বললেন ঐ ওখানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হবে। মোমেন হবার জন্য আর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে না। ব্যারিষ্টার হবার জন্যে আর লন্ডন পাড়ি দেবার দরকার হবে না। এখানে এদেশের আবহাওয়ায় লালিত পালিত হয়েই আগামীদিনের সন্তানরা এখানেই মানুষ হবে। চট্টগ্রামের হাট হাজারী, কিশোরগঞ্জের জামেয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ কবে সবাই একই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন আমরা সেই সোনালী দিনের অপেক্ষায় থাকবো এবং তখন থেকেই শুরু হবে নয়া বাংলাদেশের যাত্রা।

তুমি কাজ শুরু করো। আমাদের হাতে যে সব চাঁদা এসেছে এগুলো

www.pathagar.com

নিয়ে কাজে নেমে পড়। আমি ইতিমধ্যে জেলার অন্যান্য স্থান সফর করে আসতে চাই। প্রখ্যাত মোফাস্‌সেরে কোরআন মাওলনা সাঈদী জালালাবাদ আসছেন। আমি তাঁর সাথেও মোলাকাত করবো। তাকে বলবো এবার যেন ভিন্ন স্থানের জলসায় তিনি বিদেশী মিশনগুলোর অশুভ তৎপরতা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এতে জনগণ সজাগ হয়ে উঠবে। আমি জীবনে উপমহাদেশের বহু বড় বড় আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের কর্মী হয়ে কাজ করেছি। তাদের বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু তার মতো শক্তিশালী চমৎকার উপস্থাপনা অপূর্ব শব্দ চয়নের সাথে সাথে ভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়ে সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও সমস্যাকে মানুষের সামনে পেশ করতে পারেন অন্য কাউকে দেখি নাই। আমাদের আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা মোহাম্মদ আলী, তাঁর ভাই শওকত আলী ছিলেন রাজনীতিতে জগৎখ্যাত সাহসী, মাওলানা আবুল কালাম ও আজাদ সোবহানী ছিলেন দুরদর্শী, মাওলানা মদনী ছিলেন কামেল ও বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ মাওলানা মওদুদী ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও সাহিত্যিক। মাওলানা ভাসানী ছিলেন বিপ্লবী। আর বিশ শতকে এই বাংলাদেশে মাওলানা সাঈদী আসলেন বক্তা হয়ে। তার সংগ্রামী ডাকে একদিন গণজোয়ার আসবে। সে জোয়ার কোন শাহানশাহ, কোন ডিকটেটর, কোন পুঁজিপতির দাস ঠেকাতে পারবে না। সে সব কথা থাক। তাঁর সাথে মোলাকাতের পর আমি যাব দারুল-উলুম পরিদর্শনে। তারপর মারকুলী, দিরাই সহ যে সব স্থানে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা জোরদার সেসব স্থানে যাব, ফিরবো- আসামপাড়া, বাল্লা, মনতলা, মাদনা, বিরাট, রূপা, উজান নগর, মধ্যনগর, দোয়ারা বাজার, ছাতক, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, কুলাউড়া, জৈন্তা, জাফলং, শ্রীমঙ্গল, ভৈরববাজার হয়ে। আমাদের কার্যক্রম বিস্তার হবে এসব এলাকায়।

।। আট ।।

হাবিব সাত্তী ও হারকাইনের নামে চিঠিগুলো প্রেরণ করে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম শায়েখ হুজুরের নির্দেশিত কাজ শুরু করলেন। সমস্ত এলাকা জুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়ে শায়েখ হুজুর এক নয়া শিক্ষা পদ্ধতির

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

এখান থেকে এলাকার সন্তানরা আদর্শ মোমেন হবে। একই মায়ের দুই সন্তান একজন মাদ্রাসায় একজন স্কুলে পড়ার ফলে একযুগ পরে দুই ভিন্ন মূর্তি নিয়ে বের হয় এবং "মিষ্টাররা ভাবে মোল্লাটা গোল্লায় গেছে, মোল্লাটা ভাবে মিষ্টারটা জাহান্নামে গেছে।" সে আর হবে না। এখানে হবে এক আদর্শ উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। এক পাশে হাসপাতাল কৃষক শ্রমিকদের, জন্যে সাহায্য সংস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দুঃস্থ নারী কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করছে কতিপয় নিবেদিত প্রাণ যুবক, যুবতী। এদের মধ্যে সাদেক, আরিফ, সোহেল, আবেদা জয়নব, আফিয়া শাহরিন অন্যতম।

একজন যুবক আনোয়ার ইব্রাহীম, একজন যুবতী আবেদা জয়নব, দিনরাত আরামকে হারাম ঘোষণা করে কাজ করে যাচ্ছে। বিশাল কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক অন্যকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। একজনের ব্যক্তিত্ব অন্যজনকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। একজনের চরিত্র অন্যজন অনুসরণ করছে। এভাবে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল মনের অজান্তে। কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে দেয়না। কাজ আর কাজ। তারা মনে করে জাতির উন্নতির জন্য তিনটি জিনিসের দরকার-কাজ, কাজ আর কাজ। আবেদা জয়নব হীড বিরোধী কর্ম পদ্ধতিতে জড়িত তা জানতে কারও বাকী থাকলো না। ফল তাঁর শিক্ষকতার চাকুরী হীড নট করে দিল। অথচ শায়েখ হুজুরের নির্দেশ ছিলো আবেদা হীড কেজিতে থাকবে। তার সেখানে থাকা দরকার কিন্তু চাকুরী নট হওয়াতে সে বসে থাকলো না, শায়েখ হুজুরের মিশনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে নিজেকে নিয়োজিত করলো।

ইতিমধ্যে হীড সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা আরও কতিপয় মুসলিম যুব কর্মচারীকে ছাঁটাই করে ফেলেছে। ফলে সুবিধাই হয়েছে, হীড সম্পর্কে অভিজ্ঞ এসব যুবকর্মী আনোয়ার ইব্রাহীমের সহকর্মী হয়ে গেল। দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ চললো। মানুষ তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কর্ম পদ্ধতি পেয়ে হীডকে বয়কট করতে লাগলো। তারা এখন যখন তখন হীডের গাড়ীতে উঠেনা। প্রয়োজনে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে পথ চলে। মা- বাবারা হীড কেজি থেকে সন্তানদের নিয়ে আসছেন হুজুর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে। রাবেতা ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার

www.pathagar.com

মহাসচিব শায়েখ হুজুরের পত্রের জবাবে সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

একটানা অনেক দিনের সফর শেষে শায়েখ হুজুর ফিরে এসেছেন। কিন্তু তার চোখে মুখে ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। আবেদা জয়নব একটাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে-আর ভাবছে আহা চোখে মুখে সত্যের কি জ্যোতি! এই মোজাহিদ বুঝি জালালাবাদের ?

এমনি সময় তাকে কাছে ডাকলেন শায়েখ হুজুর, আবেদা হুজুরের খুউব কাছে এলো, সে তাঁকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে যাচ্ছিল। হুজুর নিষেধ করলেন। বললেন পা ছুঁয়ে সালামের বিধান ইসলাম সমর্থন করেনা মা। আস্‌সালামু আলাইকুম বলো এবং এখানে বসো। এই বলে তিনি তাকে বেতের চেয়ারে বসার ইংগিত করলেন। তারপর বললেন

ঃ কেমন আছ মা ?

ঃ ভালো আছি হুজুরের দোয়ায়।

ঃ তোমাদের কাজকর্ম - ?

ঃ নিষ্ঠার সাথে চালাবার চেষ্টা করছি।

ঃ অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম কোথায় ?

ঃ হাসপাতালের উদ্বোধন হবে। ডাক্তারদের সাথে আলাপের জন্যে জালালাবাদ গেছেন। সাবেক ছাত্রনেতা ডাঃ আবু মুসা হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছেন। রাবেতার বাংলাদেশ প্রতিনিধি জানিয়েছেন হাসপাতাল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি আসবেন। সঙ্গে থাকবেন বিশিষ্ট চিন্তা নায়ক রাবেতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রহিম।

ঃ আহা সে দিন কি আনন্দেরই না হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের কাজ কবুল করছেন মা। না হয় এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এতো পথ অতিক্রম করতে পারতাম না।

ঃ তারপর তোমাদের অন্যান্য খবর কি ?

ঃ হীড আমার চাকুরী কেড়ে নিয়েছে, আরও পাঁচজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করছে।

ঃ তাদের অপরাধ ?

ঃ তারা বাইবেল পড়ে ঈমান আনতে রাজী হন নাই এবং আপনার

www.pathagar.com

সাথে যোগাযোগ নাকি তাদের আছে।

শায়েখ হুজুর এর জবাবে শুধু শুকরান বল্‌লেন।

ঃ আপনি শুকরান বল্‌লেন বাবা!

ঃ হ্যা মা, আমি মনে করি এসব নিষিদ্ধ ঠিকানার কার্যক্রমে কোন মুসলমানের থাকা উচিত নয়।

ঃ কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানকে দেশে কর্মতৎপরতা চালাতে দেয়া হচ্ছে কেন ?

ঃ কি করবে মা-অন্য কোন উপায় নেই, আমরা গরীব দেশ। এখানে যারা আর্তমানবতার সেবার নামে আসে তাদের অনুমতি না দিয়ে কি উপায় আছে। এ দেশে অনেক অশুভ কর্মকাণ্ডের মিশন আছে যারা সরকারী অনুমতির তোয়াক্কা করেনা। আমরা সচেতন হলে একদিন ওরা পাত্তারী গোটাবেই।

এটা শাহজালাল, শরীয়ত উল্লা, তিতুমীরের বাংলা। এখানে অন্য কোন অশুভ ব্যবস্থা বরদাশর্ত করা হবেনা।

ঃ আচ্ছা, বাবা মনে কিছু না নিলে একটা বিষয় ভালভাবে অবগত হতে চাই।

ঃ একটা কেন ? হাজারটা বিষয় হলে অবগত করে দেবার দায়িত্ব আমার–মা।

ঃ আমাদের প্রতিপক্ষ ময়দানে প্রশ্ন ছেড়েছে শায়েখ আমিন ইসলাহী এতো টাকা পাচ্ছেন কোথায় ? কিভাবে ?

জবাবে শায়েখ হুজুর মহাকবি ইকবালের কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন।

"চীন ও আরব হামারা / হিন্দুস্তান হামারা / সারা জাহান হামরা।"

ঃ বুঝলে বেটি। ওদেরে জানিয়ে দাও, সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা ছিলাম আমরা আছি। আমরা থাকব। বর্তমানে বিশ্বের তরল সোনা আমাদের ভাইদের হাতে। আমরা জানি তাদের এ সম্পদের উপর আমাদের দাবী আছে। আমরা আরও জানি অধিকার কেউ কাউকে সহজে দেয়না-আদায় করে নিতে হয়। কাজ করতে পারলে পয়সা পাবনা কেন? : রাবেতা, ইসলামিক সলিডারিটি ফাণ্ড, সম্মেলন সংস্থা তো বিশ্ব জুড়ে নিপীড়িত দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণের জন্যেই করা হয়েছে।

সে সব কথা থাক মা। এখন কাজের কথায় আসি। আমরা কিছু দিনের

www.pathagar.com

মধ্যে কাদির গঞ্জে কার্যক্রম শুরু করতে চাই। জেলার সমস্ত ভাটি অঞ্চল থাকবে সেই কর্মসূচীর আওতায়। এখান হতে কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দেয়া হবে এবং পাইলগাঁও এর বিখ্যাত পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ীতে হাসপাতাল করতে হবে। রাবেতা হাসপাতাল চালাতে রাজী হয়েছে। শহর ভিত্তিক তৎপরতা থাকলে আর চলবেনা। গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে হবে। খৃষ্টান মিশনারীদের পিছে পিছে আমরা আর যাবো না। আমরা এখোন হতে আগে আগে যাবো।

।। নয় ।।

জালালাবাদ থেকে ফিরতে রাত বারোটা হয়ে গেল। আনোয়ার ইব্রাহীমের। সঙ্গে ডাঃ আবু মুসা এবং দুইজন সহকারী ডাক্তার। মাজেদ ইকবাল ও আবু তাহের তাবুতে পৌঁছে শায়েখ হুজুরের খাস খাদেম তসলিম মিয়ার কাছে জানতে পারলো হুজুর এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম থেকে জাগাবার দরকার নেই মনে করে আনোয়ার ইব্রাহীম সঙ্গী ডাক্তারদের নিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের বিশ্রাম কক্ষে চলে গেলেন।

পরদিন ফজরের নামাজ শেষে তারা শায়েখ আমিন ইসলাহীর তাঁবুতে হাজির হলেন। প্রধান ডাক্তার আবু মুসা সহ সঙ্গীরা হুজুরের সাথে মোসাফা করে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনায় বসলেন, হুজুর পিতার মতো যুবক ডাক্তারের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমের দিকে চেয়ে বললেনঃ এ কয়েকদিনের কার্যক্রমের অগ্রগতি কতটুকু?

আনোয়ার ইব্রাহীম হুজুরের অনুপস্থিতি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন ঃ রাবেতা, সলিটারেডি ফান্ড সন্মেলন সংস্থা আমাদের কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের কর্মতৎপরতা যেসব স্থানে আছে সেসব স্থানে গণ পাঠাগার করবে বলে জানিয়েছে।

শায়েখ হুজুর মহান আল্লাহ তালার শোকরিয়া আদায় করলেন। তারপর নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন এবং আনোয়ার ইব্রাহীমের পাশে বসতে বসতে বললেন জেলার পার্বত্য এলাকার অবস্থা যেমন ভালো নয়

www.pathagar.com

তেমনি ভাটি এলাকার অবস্থাও। এক দিন ভাটির বাংলা ছিলো ভাতে মাছে অতিসমৃদ্ধ। তাদের ঈমান এবং সাহস ছিলো ঈসাখাঁর মতো। আজ আর সে দিন নেই, দারিদ্রতা তাদেরেও পার্বত্য ভূমির মানুষের মতো আষ্টে পৃষ্ঠে অজগরের মতো ধরেছে। সুযোগ পেয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের তৎপরতা শুরু করেছে পুরোদমে। আমি সমস্ত এলাকা ঘুরে এলাম, এবার তোমাকে দিন কয়েকের জন্যে কাদিরগঞ্জ যেতে হবে। কতিপয় উৎসাহী ঈমানদার যুবক সেখানে কাজ শুরু করেছে।

ওদেরকে সর্ব প্রকার সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। অত্যন্ত সুন্দর স্থান কাদিরগঞ্জ। যে কোন কবি মন সেখানে অতি সহজে বন্দী হতে বাধ্য। তিনটি নদীর মোহনা, অভূতপূর্ব দৃশ্য, ফজরের নামাজ শেষে যদি নদী বন্দরের 'জেটি' কিংবা তীরে দাঁড়াও-বাংলাদেশে যত রং এর কাপড় আছে তত রং এর শত শত ছোট বড় পাল তোলা নৌকা তোমার হৃদয় হরণ করে নেবে। কবি বলেছেন ঃ

"বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি
তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যাই না আর"।

বাংলার রূপ দেখতে পাবে কাদিরগঞ্জ গেলে। নাছারাদের দৃষ্টি পড়েছে বংলার রূপ আর সাধারণ মানুষের ঈমানের প্রতি। সংবাদিক আবু জিহাদ ঠিকই লিখেছেন "লোকবল অস্ত্রবল দিয়ে দেশ জয় করার দিন হয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নব নব প্রক্রিয়ায় দুর্বল ও গরীব দেশগুলোকে নানা কৌশলে অব্যাহত ভাবে শোষণ করেই চলছে। উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টার আজো মৃত্যু ঘটেনি। বরং নতুন নতুন কলা কৌশল ও পদ্ধতির মাধ্যমে উপনিবেশিক প্রচারের চেষ্টা চলছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় খৃষ্টান মিশনারীদের সহায়তায় পাশ্চাত্য দেশ সমূহের যে বাণিজ্যিক লাভ হচ্ছে তা খৃষ্টান মিশনের ব্যয়িত অর্থের অনেক গুণ বেশী।

একটি অপ্রিয় সত্য চিত্র সাংবাদিক জাতির সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁর সাথে পরিচয় হওয়া দরকার।

ঃ সাংবাদিকরা সব সময় নেপথ্যে থাকেন হুজুর। প্রকৃত সাংবাদিকেরা জাতির সামনে সংবাদ চিত্র তুলে ধরাকেই একমাত্র দায়িত্ব মনে করেন।

ঃ ঠিকই বলছো প্রকৃত সাংবাদিকের চরিত্রই অন্য রকম। কিন্তু আজকাল নাকি সাংবাদিকতার নামে অনেকে কোট- এ, সচিবালয়ে

www.pathagar.com

দালালির কাজ পর্যন্ত করছেন।

ঃ এসবতো প্রায়ই শুনাযায় হুজুর।

ঃ কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই, শোষণের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা কি আমাদের মনিপুরী সম্প্রদায়ের ভাইরা অনুভব করতে পারছেন?

"কমলগঞ্জের বিপুল সংখ্যক মনীপুরী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে হীড একটি প্রকল্প চালু করে। সুতা, কালি সরবরাহ করে তারা চাদর, টেবিলক্লথ সহ নানা প্রকারের কাপড় এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরী করাচ্ছে। বিনিময়ে শুধু পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। একটি টেবিল ক্লথ তৈরী করতে খরচ পড়ে একশত টাকা কিন্তু হীড ঢাকায় অত্যধিক মূল্যে হোটেল ইন্টারকনে তাদের নিজস্ব দোকানে বিক্রি করে। এমনকি টেক্স ফিএর মাধ্যমে বিদেশেও এই সমস্ত কাপড় রফতানি করে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করা হয়। ফলে সাহায্যের নামে তারা প্রতারণা করে অল্প পারিশ্রমিকে ভাল জিনিস তৈরী করে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে।"

কি ভায়াবহ চিত্রই না তুলে ধরেছেন সাংবাদিক। সাহায্যের নামে শোষণের এই ষড়যন্ত্র। তিনি ঠিকই লিখেছেন, 'কলকাতার কাসেম বাজার কুঠি যেমন বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্রের ঘাটি ছিলো ঠিক তেমনি কমলগঞ্জে হীডের নীল কুঠিতে বাংলার মুসলমানদের ঈমান আকিদার উপর সুচতুর ভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। আর আমাদের ক্ষুধা দারিদ্রের সুযোগে সে পরিকল্পনা তারা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে।'

আমাদের শেষ নবাব সিরাজ পলাশীতে কি দুঃখেই না বলেছিলেন "উপায় নেই গোলাম হোসেন-উপায় নেই।" আজ আড়াই শত বৎসর পর আমাদের তাই বলতে হবে নাকি? আমরা আড়াই শত বৎসর অতিক্রম করেই কতটুকু সচেতন হয়েছি। পলাশীর যুদ্ধের দিন নাকি মাত্র মাইল কয়েক দূরেও জোতদারদের জমিতে কৃষক আপন মনে গান গেয়ে হাল ধরেছিলো। আজ যখন ঈমান হেফাজতের যুদ্ধ চলছে তখনও আমাদের সমাজপতিরা নিজের হাল নিয়ে ব্যস্ত। সে যাক আমরা কাজ করে যাব। আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী। আল্লার সাহায্য যখন আসবে তখন সব প্রতিরোধ মিসমার হয়ে যাবে।

এই বলে শায়েখ আমিন ইসলাহী বললেন এতক্ষণ শুধু আমিই বলে যাচ্ছি। তোমার কাজের কথা শুনা হচ্ছে না। এবার শুরু করো।

www.pathagar.com

ঃ F. V. W প্রকল্পের অধীনে পরিবার পরিকল্পনার নামে অগণিত দরিদ্র সরল প্রাণ মেয়েদের ধর্মান্তরিতের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বিনা মূল্যে প্রচুর নাছারা ধর্মীয় বইপত্র বিতরণ করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন নারীর ইজ্জত ইতিমধ্যে লুণ্ঠন করা হয়েছে। গৌরী দেবী নামক যে নারীর আত্মহত্যার খবর কাগজে এসেছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তার ইজ্জত হীডের যে ছোকরা লুণ্ঠন করেছিল তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে হীড তাকে অন্যত্র বদলী করেছে।

অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম বলে যাচ্ছিলেন আর শায়েখ আমিন ইসলাহীর নূরানী চেহারা ধীরে ধীরে লাল হয়ে গোলাপী রং ধারণ করলো, প্রবীণ শায়েখ হুজুরের মুখ মণ্ডলের সব ভাজ যেন উত্তেজনায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো না। তিনি স্থির কণ্ঠে বললেন, গৌরী দেবীর অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ কর এবং যে সব মেয়ে F. V. W প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে তাদের জানিয়ে দাও তারা যেন আর হীডের কাজে না যায়। যে সব মেয়ে আমাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের যে কোন প্রকল্পে কাজে লাগাবে।

।। দশ ।।

গৌরীদেবীর অভিভাবকের শায়েখ হুজুরের সমীপে উপস্থিতি, F. V. W কার্যক্রমের সকল মেয়ের কাজ ছেড়ে চলে আসা, ছাটাইকৃত কর্মচারীদের শায়েখ আমীন ইসলাহীর মিশনের নিবেদিত কর্মী হওয়া, এলাকার হিন্দু মুসলিম মনিপুরী সহ সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা, কৃষক শ্রমিকদের বিনা সুদে ঋণ দান, সুদহীন একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম দেখে হীড কর্মকর্তারা প্রমাদ গুনলেন। কি করবেন না করবেন-যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না-তখন তারা হীড কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ডের নিকট শায়েখ হুজুরের মিশনের উপর রিপোর্ট পাঠিয়ে কমলগঞ্জ থেকে তাদের উঠে আসার অনুমতি চাইলো। কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড সপ্তাহ কদিনের মধ্যেই জানালেন-কমলগঞ্জ থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে আনা মোটেই সম্ভব নয়। তারা আরও জানালেন

www.pathagar.com

কার্যক্রম বন্ধ করে দেবার পরিবেশ তৈরী করে দেবার উদাহরণ সৃষ্টি করা তা কোন ভাবেই হতে পারে না। তাদেরে জানানো হলো কিভাবে টিকে থাকা যায় তাই চিন্তা করুন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে কর্ম তৎপরতা চালান। টাকার অভাব হবে না, প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের তৎপরতা চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

হাই কমাণ্ডের নির্দেশ পর্যালোচনায় বসে কমলগঞ্জের হীড কর্মকর্তারা দীর্ঘ সময় চিন্তা ভাবনা করে কোন পথ খোজে পাচ্ছিলনা। কিভাবে এখানে আর কাজ চালানো যাবে তা তারা ভাবছিলো। মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলনা শাহসুফী শায়েখ আমিন ইসলাহীর কর্মসূচী চেক দেবার কোন পথ তারা বের করতে পারছিলেন না। ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী দল মত নির্বিশেষে এরিয়ার সমস্ত মানুষের প্রেরণার উৎস এখন তিনি, তারা তাঁকে সম্মান করে ভালবাসে। জর্জ আর্থার এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় তার মুখমন্ডলের ভাবনার কালো মেঘ উড়ে গেল। সে তার কমিটিকে বললো পথ একটি মাত্র খোলা কমলগঞ্জে টিকে থাকতে হলে শায়েখ হুজুর নামের মানুষটাকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

হীডের দিলীপ বিশ্বাস জানতে চাইলো তা কি করে সম্ভব ?

ঃ এ দেশে টাকা হলে কি অসম্ভব ? আমরা লর্ড ক্লাইভ ও ওয়াটসের উত্তরসূরী মীর জাফর, জগৎশেঠ, রাজভল্লব খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না, কাসীমবাজার কুটিরে আড়াইশত বৎসর আগে যে বিরাট কাজ সম্ভব হয়েছিল কমলগঞ্জের কুটির তা অনুসরণ করে এই সামান্য কাজটি কি করতে পারবে না ?

লোভ দেখিয়ে-চাপ প্রয়োগ করে ডেভিড ননীকর নামক এক যুবককে হীড রাজী করলো। প্রথমে তাকে অগ্রিম এনাম দেয়া হলো আশি হাজার টাকা। কাজ শেষে তার পরিবারের ভরণ পোষণের সমুদয় দায়িত্ব হীড বহন করবে এবং কাজ শেষে তাকে আর এক লক্ষ টাকা পুরষ্কার প্রদান করা হবে। এইসব চুক্তিনামা করে জর্জ আর্থার ডেভিড ননীকরের হাতে প্রথম কিস্তির এক বেগ টাকা অতি আধুনিক শব্দহীন সিগরেট লাইটের মত একটি শক্তিশালী রিভলবার ডেভিড ননীকরের হাতে তুলে দিলো।

www.pathagar.com

।। এগারো ।।

কোরবাণীর ঈদ আসছে। সপ্তাহ খানেক বাকী। 'পাইকাররা' কমলগঞ্জের রেলপথের পাশ দিয়ে পায়ে চলার পথে গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে সাতগাঁও, মুন্সীবাজার, রসিদপুর, মৌলভীবাজার, কাজীর বাজারের দিকে। জাতির পিতা নবী ইব্রাহীম (আঃ) ও তার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর অমর আত্মত্যাগের স্মরণে মানুষ তাদের মতো আত্মত্যাগী হবার শপথ নিয়ে এদিনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় গরু ছাগল কোরবাণী করেন। আর অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম এ পবিত্র দিনেই হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন কাজ শুরু করবেন পুরোদমে। তাই আজ তিনি জরুরী কিছু আলাপে এসেছেন শায়েখ আমিন ইসলাহীর তাবুতে। হুজুরের সাথে আলাপে সিদ্ধান্ত হলো কোরবাণীর ঈদের পরের দিনের পরের দিন শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। হুজুর নির্দেশ দিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, তিনি হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন। মাওলানা সঈদী, মাওলানা মহি উদ্দিন খান, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক হবেন অতিথি। তাদের এ আলাপের মধ্যে তাবুর দরজা থেকে ভেসে এলো আবেদা জয়নবের কণ্ঠ-

ঃ হুজুর আসতে পারি।

ঃ হ্যাঁ।

আবেদা জয়নব হুজুরের তাবুতে মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা স্থানে বসলো। মাঝখানে সফেদ চাদর ঝুলছে।

ঃ আমার কিছু জরুরী কথা ছিলো হুজুর।

ঃ বলতে পার।

ঃ ঈদে দুঃস্থ নারীদের বিশেষ সাহায্য করা দরকার।

ঃ ভাল প্রস্তাব। তোমার কর্মতৎপরতা মা তুমি স্বাধীনভাবে নিতে পার। আমাদেরে শুধু জানাবে কখন কি প্রয়োজন। আর শোন মা, কোরবাণীর ঈদের আগেন দিন বাড়ী যাবে, পরদিনই ফিরে আসবে। তার পরদিন আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করবো। তুমি প্রগ্রামটা জেনে নিও।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ তোমার বাবার সাথে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। ঈদে বাড়ী

www.pathagar.com

গেলে তাঁকে বলবে তিনি যেন যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা করেন।

এ কথা গুলো বলে হুজুর আনমনা হয়ে পড়লেন। তিনি যেন অনেক কিছু যোগবিয়োগ করছেন। আর ভাবছেন তার অনেক কর্মীর কথা। নিবেদিত প্রাণকর্মী অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমের কথা। ভাবছেন আবেদা জয়নবের কথা। কি নিষ্ঠার সাথে জাতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, অবসরের চিন্তা নেই, অলসতা নেই, জড়তা নেই, নিজের জন্যে কোন ভাবনা নেই, কিন্তু তাকে তো তাদের কথা ভাবতে হবে, যুবক যুবতীদের মনের কথা জানতে হবে। বুঝতে হবে। তিনি আবেদা জয়নব ও আনোয়ার ইব্রাহীমের মনের কথা জেনেছেন তাদের চোখ মুখ তাকে অনেক কথাই বলেছে। অতএব তাঁকেই এ পবিত্র দায়িত্ব নিতে হবে। এভাবে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে অনেক্ষণ পর তিনি ভাবনার জগত থেকে বাস্তবতায় ফিরে এলেন।

ঃ তোমরা কি এখোনো আছো ?

ঃ জি হ্যাঁ বাবা।

ঃ মা তুমি তোমার কাজে যাও।

আবেদা চলে গেলে শায়েখ আনোয়ার ইব্রাহীমের দিকে চেয়ে বললেন–

ঃ তুমি একটু বসো বাবা। তুমি কি নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবছো ?

হুজুরের কথায় আনোয়ার ইব্রাহীম আত্‌কে উঠলো, তার বুকের স্পন্দন দ্রুত উঠানামা করতে লাগলো। আমতা আমতা করে মাথার পেছনের চুলে হাত দিতে দিতে বললো-আপনি থাকতে আমরা নিজেরা কি ভাববো বাবা।

এ মুহূর্তে তরুণ অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীমকে একটি পাঠশালার ছাত্রের মতো মনে হচ্ছিল। সে নিজেই নিজেকে নিয়ে মনে মনে হাসলো।

হুজুর বললেন ঃ আমি ঠিক করেছি যদি তোমার পছন্দ হয় এবং মা জয়নব যদি রাজী হয় তাহলে তোমাদের শুভ কাজটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হওয়া অবশ্যই দরকার।

ঃ হুজুর আপনার পছন্দই আমাদের পছন্দ। আপনার সিদ্ধান্তই আমাদের জন্যে আশির্বাদ।

www.pathagar.com

এই বলে আনোয়ার ইব্রাহীম ও ডাঃ আবু মুসা শায়েখ হুজুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাজে চলে গেলো।

।। বারো ।।

দু'সপ্তাহ পরের কথা, শায়েখ আমিন ইসলাহী পড়ন্ত রোদে ভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে বের হয়েছেন। ইতিমধ্যে হাসপাতাল উদ্বোধন হয়ে গেছে। আবেদা জয়নবের বাবা জয়নুল আবেদীন ঈদের পর পরই শায়েখ হুজুরের সাথে মোলাকাত করে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত দিয়েছেন। হুজুরের সিদ্ধান্তই তার সিদ্ধান্ত। মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী তার অগ্নিক্ষরা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে এলাকার যুবকদের মনে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করে দিয়ে গেছেন, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ চলছে, ভিন্ন সেকটরে। মাওলানা শায়েখ আমিন ইসলাহী পরিদর্শন করে চলছেন ভিন্ন বিভাগ, কর্মীদের উৎসাহ দিচ্ছেন, ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা জেনে নিচ্ছেন-মহিলাদের কার্যক্রম পরিদর্শনের পর হাসপাতাল পেছনে রেখে সারি সারি কাঠাল, আমলকীর গাছ অতিক্রম করে হুজুর বাওয়া ফসলের পথে যাচ্ছেন-পেছনে পেছনে চলছে একান্ত ভক্ত দু'জন। কাঠাল বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে মাকাল ফলের ঝুপ ঝাড়। তারপর একটা মেঠো পথ চলে গেছে, বাওয়া ফসলের মাঠে। তা অতিক্রম করেই ছোট বড় টিলা, টিলায় টিলায় সবুজ চা পাতার অপূর্ব দৃশ্য। হুজুর সেখানে থমকে দাঁড়ালেন যেখানে কাঠালের বাগান শেষ এবং মাকালফলের ঝোপ ঝাড় শুরু। তিনি পেছনের ভক্তদের বললেন আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, নীল আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। আসমানের এ রং ইঙ্গিত দেয় রক্ত ঝরবে। অশ্রু নয় রক্তেরই প্রয়োজন। পেছনের সকল ভক্তরা হুজুরের কথা যেন শুনছিল না-বোয়াল মাছের মতো গিলছিল। হুজুরও এসব কথা বলে অন্য জগতে বিচরণ করছিলেন। আকাশের পর আকাশ অতিক্রম করে তার মন চলছে সকল আকাশের মালিকের সন্ধানে। এক সময় তিনি আপন মনে পবিত্র কালামে পাকের সেই অংশ পাঠ করলেন "বিশ্ব জগতের উপর কেবলমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব বিরাজমান" (আল কুরআন)। হুজুর তেলাওত করছেন-সঙ্গীরা একমনে শুনছে-এ মুহূর্তেই অঘটন ঘটে

www.pathagar.com

গেল। মাকালফলের ঝোপ থেকে পর পর দুটো গুলী এসে হুজুরের বুক ভেদ করে গেল। সঙ্গের শিষ্যরা কিছু টের পাবার আগেই আততায়ী পগার পার। সে উর্ধ্বশ্বাসে জীবন বাজী রেখে দৌড়ছে। হুজুর বুকে হাত রেখে আস্তে আস্তে মাটিতে লুটে পড়লেন। একজন শিষ্য হুজুরের মাথা কোলে তোলে নিল। অন্য জনের চিৎকারে লোকজন এসে জমা হয়েছে। চারিদিকে হাক ডাক চিৎকার শুরু হয়েছে। মানুষ আসছে, ভিন্ন বিভাগ থেকে কর্মীরা আসছে স্রোতের মতো। আবেদা জয়নব বাওয়াফসলের ক্ষেতে কতিপয় মহিলা কর্মী নিয়ে কাজে ছিলো-একটি লোক তাদের ক্ষেতের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে দেখে তার সন্দেহ হলো, একদিকে পলায়ন অন্যদিকে চিৎকার তখন আবেদা জানে না তাদের মহা সর্বনাশ ঘটিয়ে আততায়ী ডেভিড ননীকর পালাচ্ছে। তার কণ্ঠ থেকে আপনাতেই বের হলো। ওকে ধর ধর-সর্বনাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আততায়ী বাওয়া ক্ষেত অতিক্রম করে চা বাগানে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সন্ধানী চা শ্রমিকরা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে। মানুষের কান্না তাদের কানে কানে বলে গেলো এ লোকটাকে ধরো, আর যায় কোথায় -আততায়ী চা শ্রমিকদের হাতে ধরা পড়লো। এদিকে বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে পড়েছে মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ সুফী শায়েখ আমিন ইসলাহী খুন হয়েছেন, চারিদিকের গ্রাম থেকে মানুষ আসছে। মিছিলে মিছিলে হোসেনী মাতম তুলে আশেপাশের নারী শিশুরা আসছে।

আহত শায়েখ হুজুরকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর হাসপাতালে আনা হয়েছে। তরুণ ডাঃ আবু মুসা ও সাথীরা আজ তাদের ডাক্তারী জীবনে এক অতি মূল্যবান জীবন রক্ষার সমরে অবতরণ করলেন। হাসপাতালের অঙ্গন মানুষে মানুষে ভরে গেছে। মানুষ আসছে দলে দলে, আনোয়ার ইব্রাহীম কক্ষ থেকে বের হলো নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে। পেছনে পেছনে চোখ মুছতে মুছতে বের হলো আবেদা জয়নব, তারা অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লো–আপনারা শান্ত হউন হুজুরের চিকিৎসা চলছে, কিন্তু চিৎকার ক্রন্দনরোলে তাদের কথা কেউই বুঝল না। আনোয়ার ইব্রাহীম চিৎকার করে বললেন-আমরা এখনই হুজুরকে নিয়ে জেলা হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনারা তার জন্য দোয়া করুন। এই বলে আনোয়ার ইব্রাহীম নিজেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পাশে দাড়ানো

www.pathagar.com

আবেদা জয়নব বললো-

ঃ এই হোসেনী মাতমের শেষ কোথায় অধ্যাপক।

নিজেকে সামলে দিয়ে অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম বললেন-

ঃ 'হোসেনী মাতম থেকেই জন্ম নিবে বুকে এক খোমেনী সাহস।'

এরমধ্যে রাবেতার সৌজন্যে প্রাপ্ত নয়া হাসপাতালের নতুন এম্বুলেন্স এসে জনতার ভীড় ঠেলে বারেন্দার সামনে থামলো। শায়েখ হুজুরকে এমবুলেন্স এ তুলে ডাঃ আবু মুসা, আনোয়ার ইব্রাহীম, আবেদা জয়নব সহ কয়েকজন চলছেন রাতের আঁধার ভেদ করে জালালাবাদের পথে। পেছনে অশ্রুসিক্ত হাজারো মানুষের দোয়া।

শেষ বিকেলে হুজুর যখন আহত হন তার কিছু সময় পরে একটি ট্রেনের যাত্রীরা ষ্টেশনে ষ্টেশনে হুজুরের আহত হবার খবর নিয়ে ভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে। কমলগঞ্জের পথ বেয়ে কুলাউড়া, বরমচাল, মাইজগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, মোগলাবাজার, জালালাবাদ, আফজালবাদ হয়ে ট্রেনটি ছাতক সীমান্ত পর্যন্ত খবর ছড়িয়ে দিয়েছে। অতএব পথে পথে মানুষ আর মানুষ। আজ রাতকে আর রাত বলা যাবে না। "রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী" ফররুখ আহমদের পানজেরীর রাত আজ রাতে এখানে অন্ততঃ আজকের জন্য নেই। মিছিলের পর মিছিল অতিক্রম করে ডাঃ আবু মুসা ও তার সঙ্গীরা আহত শায়েখ হুজুরকে নিয়ে এমবুলেন্সে তীর বেগে জালালাবাদের দিকে চলছেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। আবেদা জয়নব কাঁদছে আর দোয়া কালাম পড়ছে। হুজুরের মাথার কাছে বসা আনোয়ার ইব্রাহীমের মন ঘুরছে ইলেকট্রিক ফ্যান এর মতো। কিসে কি হলো সে ভাবতে পারছে না। ডাঃ আবু মুসা প্রতি মুহূর্তে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। পথের মানুষের চিৎকার আর কান্না যেন তারা কিছুই শুনেও শুনতে পারলো না। এখন এ সময় প্রতিটি সেকেণ্ড মহা মূল্যবান। সময়ের এতো মূল্য তা আগে তারা জানতো না। রাত পৌণে বারোটায় এমবুলেন্স কিনব্রীজ অতিক্রম করে বন্দর বাজার, জিন্দাবাজার, মাদ্রাসা আলিয়ার পথে পথে প্রচণ্ড ভীড় আর মানুষের কান্না ভেঙ্গে ভেঙ্গে এসে দাঁড়ালো ওসমানী মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের ফটকে।

সারারাত চললো ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের প্রাণপণ চেষ্টা। হাসপাতালের বিশাল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ। কেউ কাঁদছে, কেউ

www.pathagar.com

আতংকিত, কেউ শঙ্কিত এ ভাবেই রাত শেষ হলো। সকালে রাত ২টার শেষ সংবাদ নিয়ে প্রধান শিরোনামে দৈনিকগুলো পাঠকের হাতেহাতে। সাংবাদিকরা শেষ অবস্থা জানার জন্যে রাজধানী থেকে বিমানের প্রথম ফ্লাইটেই এসেছেন অনেকে। জেলা প্রশাসন সরকারকে পরিস্থিতি অবগত করেছেন, তিনটার বিমানে তথ্য-স্বরাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীরা আসছেন। দুপুরের দিকে হুজুরের জ্ঞান ফিরলো। তিনি কথা বলতে পারছেন না-রক্ত বলতে যা ছিলো তা ঝরে পড়েছে। তিনি ইশারায় কাছে ডাকলেন–আনোয়ার ইব্রাহীম ও আবেদা জয়নবকে। তারপর উভয়ের ডান হাত এক করে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে মনে মনে কি জানি কি পড়লেন। তার চোখে মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি খেলা করতে লাগলো। তিনি যেন বলছেন আমার ইচ্ছে ছিলো-বড় ইচ্ছে ছিলো তোমাদের সাদী মোবারক আমি নিজে পড়াব, আজ জীবনের শেষ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের দোয়া করছি-তোমরা সুখী হও, সুখী হও।

হুজুর শায়েখ যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন, মানুষের স্রোত যখন হাসপাতলের দিকে তখন কমলগঞ্জের দিকে যাচ্ছেন একজন। যাচ্ছেন আর ভাবছেন-এ ষড়যন্ত্রের মূল নীল নকশা খুঁজে বের করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে এক সময় কমলগঞ্জে পা রেখে সাংবাদিক আবু জিহাদ জানতে পারলেন আততায়ীকে চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা মেরে ফেলেছে। এতো বড় সর্বনাশা কাণ্ডের নায়ককে দেখে তারা বরদাশত করতে পারেনি। ধরা পরার পর মহিলা শ্রমিকদের বিশেষ কায়দার আঘাতে সে স্বীকার করেছে। ফলে হাজার হাজার মানুষ হীডের বাংলো-অফিস ও ভিন্ন কার্যক্রম লণ্ড ভণ্ড করে ফেলেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে হীডের কর্মকর্তারা অন্ধকারে পালিয়ে যাবার সময় জনতার মিছিলে গুলী করেছে। মিছিলে মিছিলে মানুষ হুঙ্কার দিচ্ছে-রক্ত দেব ঈমান দেব না। শহর জালালাবাদের প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। বাধভাঙ্গা ঢেউয়ের মতো শহরে মানুষ আসছে। শায়েখ হুজুরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। যে কোন মুহূর্তে সবশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু প্রশাসন থেকে ঘন ঘন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে-জনগণকে শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞরা 'যমে মানুষে টানাটানি' করছেন। অধ্যাপক আনোয়ার ইব্রাহীম ও মাওলানা সোবহানী শান্ত কণ্ঠে সুরা আর রাহমান পড়ছেন, আবেদা জয়নব ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদছে। শায়েখ হুজুর আবার

www.pathagar.com

চোখ খুললেন। আবেদা জয়নবকে কাছে যাবার ইঙ্গিত করলেন, তারপর এক মুহূর্তের জন্যে তার কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন অশ্রু মুছে ফেল মা। আনোয়ার ইব্রাহীম ও ডাক্তার আবু মূসার দিকে চেয়ে দেখলেন তাদের চোখে জল তিনি শেষবারের মতো বললেন–

"জীবনের কঠোর চলার পথে মোমিনের মূলধন অশ্রু নয় রক্ত।" তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চোখ বুজে এলো, যেন তিনি শান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ছেন এবং সাথে সাথে শুনা গেলো কলেমার ধ্বনি। ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন।

বিদ্যুৎবেগে খবরটি মানুষের কানে কানে পৌঁছে গেলো, মানুষের ঢল নেমেছে। বিশ্বাসীরা সবেমাত্র আছরের নামাজ শেষে রাস্তায় পা দিয়েছেন। রাজধানী শহরে হুজুরের শাহাদত বরণের খবর সাথে সাথে তারে তারে চলে গেলো, বায়তুল মোকাররমে মিছিলের পর মিছিল এসে জমায়েত হচ্ছে। মানুষের মিছিল, বিশ্বাসীদের মিছিল। মিছিলে মিছিলে চুরমার হচ্ছে অশুভ ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যালয়। এদিকে শায়েখ আমিন ইসলাহীর লাশ মানুষে মানুষে যাচ্ছে তার বাড়ী পথে। কিন্তু কমলগঞ্জের মানুষ চাইলো শায়েখ হুজুরের লাশ দাফন হবে তাঁর জীবনের শেষ কর্মক্ষেত্রে। শায়েখ হুজুরের বড় ছেলে মাওলানা আমান ইসলাহী রাজী হলেন। শ্লোগানে শ্লোগানে মানুষ যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, আমলা, আলেম, ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবাই মিছিলে। সরকারের মাননীয় মন্ত্রীরা প্রমাদ গুণলেন। মানুষ শান্ত হবে কিভাবে, অবশেষে জেলা প্রশাসন মন্ত্রী মহোদয়রা শহরের বিশিষ্ট নাগরিক, ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে একান্ত বৈঠকে বসলেন। প্রতিনিধিরা সমাধানের একমাত্র পথ বললেন-দেশের জনগণের ঈমান আকিদা বিশ্বাস, বিরোধী সমস্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা এবং ৪৮ ঘন্টার ভেতর এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ ত্যাগ, এ ঘোষণাই জনগণকে একমাত্র শান্ত করতে পারে। অন্য কোন পথ নেই। মন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন তা হঠাৎ করে সম্ভব নয়। আমরা গরীব দেশ আপনারা সবাই অভিজ্ঞ লোক আপনাদের আর বুঝিয়ে কি বলবো।

সাবেক ছাত্রনেতা ডাঃ আবু মুসা বললেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কবে সম্ভব হবে? ইংরেজ কোম্পানীর সাথে চুক্তি করে মীর জাফর

www.pathagar.com

আলী খান যেমন বুঝতে পারেননি যে, তার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কি হবে আজ যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারাও জানেন না যে মিশনারীদের অবাধে তৎপরতা চালাতে দিয়ে তারা দেশ ও জাতির কি সর্বনাশ করছেন। এখনই সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের সময়–আমি জানি আপনারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গকে ভয় করছেন। কিন্তু এখানে ঈমানের প্রশ্ন, ঈমান যখন জেগেছে, রক্ত যেখানে বহে গেছে, সেখানে একমাত্র পথ মানুষের দাবী মেনে নিয়ে মানুষের সঙ্গী হওয়া, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। তিনি তেজদীপ্ত কণ্ঠে আরো বললেন, জনতা এখন জেগেছে, প্রতিটি মসজিদের ইমাম এখন সমাজের নেতা, মুসল্লিরা এখন আর পুতুলের মতো মসজিদে যাওয়া-আসা করছেনা। তাদের প্রার্থনার হাত এখন জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর হয়ে শাতিলা থেকে কমলগঞ্জ পর্যন্ত কর্মতৎপর। যদি এখনই পদক্ষেপ না নেন তবে মনে রাখবেন মিশনারীরা যখন এদেশে আসে আমরা ছিলাম দেশের মালিক, এখন দেশ তাদের হাতে- 'আমাদের হাতে শুধু বাইবেল।'

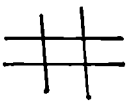

www.pathagar.com

রাগিব হোসেন চৌধুরী একজন সুপরিচিত সাহসী সাহিত্য যোদ্ধা। তিনি সত্তর দশকের শুরুতে সাহিত্যাংগনে প্রবেশ করেন। সাহিত্যাংগনে তার আগমন কোন আড়ালে আবডালে নয় বরং সরবে সদলবলে। সে এক রীতিমত স্মরণীয় ঘটনা। এসেই তিনিগড়ে তোলেন সাহিত্য সংগঠন। প্রকাশ করেন পত্র-পত্রিকা, একটি নয়, দুইটি নয়-অনেক। সম্পাদনা করেন বেশ কয়টি পত্রিকার। করেন সাহিত্য সভা, কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান,সম্মেলন-সেমিনার। ঝিমিয়ে পড়া সারা সিলেট শহর অল্প দিনের মধ্যে নাচিয়ে তোলেন। শুধু শহর নয় বৃহত্তর সিলেটের সাহিত্য সাংস্কৃতিক অংগনকে ঝাকিয়ে নাড়িয়ে সবল ও বেগবান করে তোলেন। সাংগঠনিক যোগ্যতা ও কর্ম-চঞ্চলতায় তরুণ কর্মীদেরে নিয়ে তিনি যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্যাতিমান প্রবীণরাও যুক্ত হন। এভাবে সত্তর ও আশি দশকের প্রথম ভাগ সিলেটকে রাগিব চাঙ্গা করে রাখেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। রাগিব হোসেন চৌধুরীর এই সাড়া জাগানো সাহিত্য আন্দোলন দেশের সচেতন সকল কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সারাদেশের কবি সাহিত্যিকদের তিনি অনেকটা সিলেট মুখী করে ফেলেন। জাগৃতি প্রকাশনী থেকে তিনি প্রকাশ করেন সাহিত্য মাসিক "জাগরণ"।

আব্দুল হালীম খাঁ
দৈনিক সিলেটের ডাক
আশ্বিন ১৪০০ সাল